শ্রীইন্দুমাধব ভট্টাচার্য্য

রংপুর ডিমলা ষ্টেট ভূম্যাধিকারী
শ্রীযুক্ত জ্যোতীষ চন্দ্র সেন মহিমবরেষু

প্রিয়বর

"রাজা কৃষ্ণচন্দ্র"কে আজ ডিমলা-রাজ-বংশোদ্ভবের হাতেই তুলিয়া দিলাম প্রীতি-ভরে।

"রাজা কৃষ্ণচন্দ্র" একদা রাজসভায় নবরত্নকে আশ্রয় দিয়া গুণীজনকে কবিত্বের অনুপ্রেরণায় পূর্ণ রাখিতেন। ভারতের সংস্কৃতি বা বাংলার ভূম্যাধিকারীগণের এ গুন-গ্রাহিতার পরিচয়—এই আশ্রিত-রক্ষণের ব্রত সুবিদিত।

আজও সেই বংশধারায় প্রাপ্ত সংস্কার বা অনুরাগ আপনাকেও করিয়াছে শিল্পীগণ পরিপোষণে মুক্ত-হস্ত। তাইতো দেখি আপনাকে সুন্দরের উপাসক রূপে, চারুকলার পূজারীরূপে, গুণীগণ-সংরক্ষক রূপে। তাইতো দেখি লক্ষ্মীর বরপুত্র আপনি সরস্বতীর মন্দির দ্বারে দেবী-শরণাগত-সম্বর্দ্ধনায় সজাগ প্রহরী।

আজ আপনারই বদান্যতার দান, প্রিয়তর ব্যবহার ও বন্ধুসম অকুণ্ঠ সম্মিলন এই নাটক রচনা ও মুদ্রণে উৎসাহের উৎস আনিয়াছিল এই দরিদ্র লেখকের অন্তরে। অন্তরের সে প্রশস্তি-মণ্ডিত এ উপহার, তাই আপনারই হাতে দিয়া অন্তরে অন্তরে অনুভব করিলাম "পূর্ণোহং"—

অলমতি—গুণমুগ্ধ

শ্রীইন্দুমাধব

—পরিবর্দ্ধন—

রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটকে ও মুদ্রিত পুস্তকে বিশেষ পার্থক্য নাই। তবে মুদ্রিত পুস্তকে অল্প স্বল্প অশুদ্ধি রহিয়াই গিয়াছে। নাটকে কোন কোন স্থলে—অংশের ও দৃশ্যের পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

—পরিবর্দ্ধন হইয়াছে যথা—

৪১ পৃষ্ঠার শেষ পংক্তির পর নিম্নোক্ত অংশ যুক্ত হইবে—

গোপাল—আমার কি? আরে রাজা বেতাল সিদ্ধ হ'য়েই ব'লবে-
"সর্ব্বাণী ঠাকুরুণের কি চাই?

সর্ব্বাণী—আমি চাইব একটী সতীন।

গোপাল—উহুঁ, মিথ্যে বল্লে গিন্নী—খাঁটী মিথ্যে,
যদিও স্বামী চাইতে পার গোটা দুই বা তিন,
কিন্তু প্রিয়ে সইবে না গো আধ খানা সতীন।

—পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র দৃশ্য সংস্থাপনে—

—স্বীকৃতি—

মানুষের চেতন ও অবচেতন মনের উভয় পরিবেশেই চৈতন্যের প্রকাশ সম্ভব—এই তথ্য লইয়া বেশ এক প্রশ্ন জাগিত আমার কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে—যখন দেখিতাম আমার জন্মভূমি ও নিবাসস্থল বারাণসী এবং নবদ্বীপ বৃন্দাবনে ভক্তগণ-চিত্তে ভাবোন্মাদনার বিহ্বল আবেগের অপূর্ব্ব আবেশ। তাহাদের সেই "ভাব"—"ভর" বা "দশা" কে তখন কতনা রহস্যের সূত্রে দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছে এই বাস্তব-বাদী মন।

আবার সেই মন আরও চঞ্চল হইয়া ওঠে ফ্রয়েড প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনস্তাত্বিক গণের Sub-conscious mind এর নানারূপ স্তর-বর্ণনায়। কিন্তু সব প্রশ্ন বা সমস্যার যেন একটা সমাধানের ইঙ্গিত পাইলাম বৈষ্ণব ভক্ত-মাল গ্রন্থের মধ্যে। মনে আকাঙ্ক্ষা জাগিল—নব্য বাংলা এই যে বৈদেশিক প্রমাণে মনঃ-বিশ্লেষণের ধারা ধার করিয়া লইতে ব্যগ্র—তাহাদের কাছে অতি সহজে এই তথ্য টুকুর আভাষ দেওয়া যায় কি না?

এমন সময়ে আমার বন্ধুবর সুপরিচিত হাস্যার্ণব রঞ্জিৎ রায়—মিনার্ভা থিয়াটারের নাট্য পরিচালক রূপে আমাকে একখানি নূতন নাটক লিখিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন। এই মিনার্ভাতেই আমার প্রথম নাটক "ভারত সম্রাট" সম্বর্দ্ধিত হয়—তার পর ছায়ার মায়ায় চিত্র পরিচালনায় আমি যখন ব্যস্ত তখন আবার আসিল মঞ্চের ডাক।

মিনার্ভা তখন সদ্য-বিচ্ছিন্ন তারকা চতুষ্টয়ের দ্যুতি-বঞ্চিত! অহীন্দ্র-নরেশ-ছবি-সরযূ-বিহীন মিনার্ভা—মাত্র সুরসিক রঞ্জিৎ রায়ের অদম্য পরিশ্রম ও আন্তরীক সাধনায় আত্ম-প্রত্যয়ে স্থিতিশীল। এমন সময় রঞ্জিৎ রায়ের আদেশ আসিল "নাটক চাই"। তাঁহার চাহিদা ও আমার পূর্ব্বীকৃত

আকাঙ্ক্ষার সংমিশ্রণে যে রসিকবরের উৎপত্তি হইল, তিনি "গোপাল ভাঁড়"। "গোপাল ভাঁড়"কে আমি আবাহন করিলাম—উপস্থিত করিলাম—আর রঞ্জিৎ বাবু নাটক মনোমত হওয়াতেই অফুরন্ত উৎসাহে লাগিয়া গেলেন তাহাকে সাজাইতে। কিন্তু "সজ্জা"র বৈশিষ্ট্য "ভাঁড়"কে লজ্জা দিবে বিবেচনা করিয়া মিনার্ভার কর্ত্তৃপক্ষ নাটকের নাম পরিবর্ত্তন করিতে চাহিলেন। পরিচালক-রূপী রঞ্জিৎ রায় শিল্পী রঞ্জিৎ রায়ের অপূর্ব্ব দক্ষতা সত্ত্বেও স্ব-অভিনীত চরিত্রটিকে নাম ভূমিকায় সংস্থাপিত করিতে সঙ্কোচ বোধ করিয়া শিল্পী মনের পরিচয়ে "রাজা কৃষ্ণচন্দ্র"কে বরণ করিলেন। "গোপাল ভাঁড়" নিজ আসন রাজা কৃষ্ণ চন্দ্রকে ছাড়িয়া দিলেন।—

কিন্তু এই পরিবর্ত্তনে, লেখক হিসাবে আমি বিদগ্ধ জনের সমালোচনার পাত্র হইয়াই রহিলাম। কারণ মূল নাটকে তদানীন্তন ঐতিহাসিক ঘটনা বা রাজার সাংসারিক পরিবেশ তেমন আঁকা হয় নাই—যেমন ভাবে ফুটিয়াছে গোপাল ভাঁড়ের চরিত্র অথবা রাধা-জয়ন্তের প্রেম-পরিবেশ!

"রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের" ঐতিহাসিক জীবনও তেমন বর্ণাঢ্য নয়। বরং তদাশ্রিত কবিগণের অশ্লীল রচনা ও সামাজিক ব্যবহারে ডাঃ দীনেশ সেন প্রভৃতি লেখকগণের আক্ষেপ—রাজার ব্যক্তিগত জীবনেও ছিল ঐ অশ্লীল রসকাব্যের খানিকটা প্রভাব। তদ্ব্যতীত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও গোপাল ভাঁড়ের প্রচলিত কাহিনী বা কিম্বদন্তী এত প্রক্ষিপ্ত ও অশ্লীলতা-দুষ্ট যে, কোন বলিষ্ঠ নাটকীয় ঘটনার সাহায্য না পাওয়ায় আমি রাধা-জয়ন্তের সমস্যামূলক রস-কাহিনীটুকু নিতান্তই কল্পনার ছাঁচে ঢালাই করিয়া নিয়াছি। তবে কুত্রাপি আমি রাজচরিত্র ক্ষুণ্ণ করি নাই বরং ইতিহাসকে অতিক্রম করিয়াও তাহা উজ্জ্বলতর করিবার প্রয়াস পাইয়াছি বেশী। তবে যে কাঠাম "ভাঁড়ের" খড় কুটোয় প্রস্তুত বা রাধার ভাব-কল্পনার ছাঁচে ঢালা, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ঐশ্বর্য্য-বিভূতির প্রকাশ সেখানে হইবে কিরূপে? সমালোচনার মাপকাঠিতে অপরাধী আমি রহিয়াই গেলাম।—

সঙ্গীতাংশেও সে অপরাধ আমার প্রচুর। নাটকে মূল পদাবলী একখানি ও রামপ্রসাদী গান একখানি আমি সংযোগ করিয়াছি। অন্যান্য সব গানই আমার নিজের রচনা হইলেও তাহার ভাব ও ছন্দ বৈষ্ণব পদাবলীর নিকট ঋণের অভিজ্ঞানের সাক্ষ্য। দু'একখানি গানতো, আরম্ভে অতি সুপরিচিত পদাবলীর পদ-সংযোগে সমৃদ্ধ। প্রসাদী অন্ত গানখানির রচনার স্পর্দ্ধাও জাগিয়াছে বাধ্য হইয়া—"বেড়া বাঁধা" পরিবেশে কোন প্রসাদী সঙ্গীত না পাওয়ায়। অতএব নাটকের সঙ্গীতাংশে যদি ভাব ও ভাষার কোন সৌন্দর্য্য থাকে তাহা বৈষ্ণব-সাহিত্যের স্পর্শ গুণেই সজীব, আর যদি কোন গ্লানি বা অসঙ্গতি থাকে তাহা আমারই রচনার দৈন্য মাত্র।

নাট্য সমালোচনার নিকষ যদি রঙ্গমঞ্চ হয়—যদি দর্শকের তৃপ্ত চিত্তের প্রশস্তি হয় নাট্যকারের তৃপ্তির উপাদান, তবে সেখানে আমার "রাজা কৃষ্ণ চন্দ্র" সার্থক। তবে সেখানেও আমার স্বীকৃতিতে কুণ্ঠা নাই যে—নাট্যকার রূপে আমি এ নাটকে শুধু ভাষার বাহক—চরিত্রের স্রষ্টা ও ভাবের অনুভাবক কিন্তু বাকী সবটুকুই পরিচালক রঞ্জিৎ রায়ের আত্মজ সম্পদ। উপরন্তু সুরকার রঞ্জিৎ রায়ের সুর-জালের মায়া-স্পর্শেই আমার নাটকের প্রতিটী চরিত্র সঞ্জীবিত। অভিনেতা হিসাবে তাঁহার ও অন্যান্য শিল্পীগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও অমূল্য কুমার ঘোষ প্রভৃতি কর্ম্মীগণের পরিশ্রম আমার ঋণের বোঝা বাড়াইয়াছে বহুল পরিমাণে; আর তাঁহাদের সার্থকতার প্রশংসামুখর সমর্থন প্রেক্ষা গৃহের অভিনন্দনেই পরিস্ফুট।

মিনার্ভার কর্ত্তৃপক্ষ—মিঃ এন, সি গুপ্ত, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মণি বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু শিউকরণ জালান মহাশয়দিগকে ধন্যবাদ জানাই তাহাদের সহৃদয় ব্যবহারের ও অন্তরঙ্গতার জন্য। আর প্রীতি জানাই আমার বর্ত্তমান কর্ম্মপথের একান্ত সাথীকে—যিনি আমার চিন্তাধারাকে বাস্তবের রূঢ় কর্ম্মপথ হইতে কল্পনার পথে আগাইয়া যাইবার অবসর ও সুযোগ করিয়া দিয়াছেন, নিজ উদার ও সরল

ব্যবহারে। বন্ধুবর ভোলানাথ ঘোষালের সেই স্মৃতির সহিত এই প্রীতি-নিবেদন অবিচ্ছেদ্য হইয়া থাকুক।

সর্ব্ব শেষে বলিতে দ্বিধা নাই—আজ এ নাটক লেখা বা ছাপান সম্ভবপর হইত না যদি আমার স্নেহভাজন ভাগিনেয় শ্রীমান্ গিরিজা শঙ্কর রায়চৌধুরী দিবারাত্র পরিশ্রমে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত না করিত। ঋণ জানাইয়া তাহার কর্ত্তব্য-প্রেরণাকে আঘাত করিব না।

ঋণের কথা তুলিতে গেলে প্রায় দেউলিয়া হইতে হয়, তাই নেপথ্যে বা অলক্ষ্যে যাহারা রহিলেন নাটকের সুষ্ঠু পরিবেশনায়—তাহারা জানুন আমার অন্তরের নীরব অভিবাদন ও স্বীকৃতি। ইতি—

কোজাগরী পূর্ণিমা, ১৩৫২ শ্রীইন্দুমাধব ভট্টাচার্য্য

— পরিচয় —

চরিত্র ও কুশীলব

(রূপায়ণে—প্রথম রজনীর শিল্পী গোষ্ঠী)

নবদ্বীপাধিপতি	রাজা কৃষ্ণচন্দ্র	চরিত্রে	শিবকালী চট্টোপাধ্যায়
রাজ-বয়স্য	গোপাল ভাঁড়	,,	রঞ্জিৎ রায়
সাধক কবি	রাম প্রসাদ	,,	বিনয় গোস্বামী
কবি অযোধ্যাদাস	আজু গোঁসাই	,,	তুলসী চক্রবর্ত্তী
বিদ্যাসুন্দর-প্রণেতা	ভারত চন্দ্র	,,	সমর মিত্র
মহাপুরুষ	সাধক	,,	বিভূতি দাস
রাজ-সখা	কাঞ্চীরাজ	,,	মণি মজুমদার
কামরূপ রাজপুত্র	জয়ন্ত	,,	হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় পরে পবিত্র ঘোষ
জয়ন্ত-বয়স্য	চারু দত্ত	,,	সুশীল রায়
নবাবের মন্ত্রী	উজীর	,,	সূর্য্য সেন
সভা পণ্ডিত	জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন	.	সতীন্দ্র চট্টো:
সভাসদগণ	হাস্যরাম	,,	শিব ভট্টা:
	মুক্তারাম	,,	বিজয় বসু
	রামানন্দ ঠাকুর		নীলরতন ভট্টা:
ফিরিঙ্গী কবি	এন্টনী সাহেব	,,	মিলন কুমার দত্ত
জনৈক ব্রাহ্মণ	বিশ্বনাথ	,,	নকুল গাঙ্গুলী
জনৈক মুসলমান	কাসেম আলি	,,	তারক দাস

গোপাল-গৃহিনী	**সর্ব্বাণী**	চরিত্রে	অপর্ণা দেবী
কাঞ্চীরাজ কন্যা	**রাধা**	"	লীলাবতী
বৈষ্ণবী	**ব্রজগোপী**	"	বীণা ঘোষ
দেব-সেবিকা পিসি	**দক্ষবালা**	"	উষাবতী (পটল)
ঐ বোনঝী	**চাঁপা**	"	কৃষ্ণা দেবী
নর্ত্তকী	**দেবদাসী**	"	আশা বোস
গোপালের পুত্রবধু	**বৌমা**	"	কুমারী মাধুরী
দেবী-রূপা	**কুমারী**	"	মঞ্জু বন্দ্যোঃ

বৈষ্ণব ও গ্রামবাসীগণ—গিরীন, সুধীর, হরেন, নরেন, শৈলেন, দীপু, স্মরিৎ, অতুল, অমিয়, শ্রীকান্ত।

বৈষ্ণবী ও নর্ত্তকীগণ—প্রফুল্ল, রেণু (সুখ), বীণা, প্রভা, রাণু, রাধা, আরতি, চামেলী, শেফালী, জ্যোৎস্না, মায়া, শিবানী, শেফালী (২)।

যন্ত্র সঙ্গীতে—রতন দাস, হরিদাস মুখোপাধ্যায়, কার্ত্তিক মল্লিক (ভোলা), নারায়ণ বসাক, সুধীর দাস, বলরাম পাঠক, দেবদাস ভট্টাচার্য্য (দেবু), বৃন্দাবন দে, বসন্ত দাস।

স্মারক—শচীন ভট্টাচার্য্য, শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়।

আলোক সম্পাতে—রহমন, চণ্ডীদাস, কাশীনাথ, পঞ্চু, খুদিরাম, গোপাল।

রূপ সজ্জায়—বাদল গাঙ্গুলী, অমূল্য, গোবিন্দ, বিজয়, কালিপদ, বিজয়।

মঞ্চ মালাকর—রাজকুমার মিস্ত্রি।

মঞ্চ সজ্জায়—বটু, সুরেন, নিতাই, প্রহ্লাদ, নারায়ণ, ক্ষেত্র, প্রাণবল্লভ, বলাই, তারক, আশুতোষ, উপেন্দ্র, পঞ্চু।

সংস্থাপক—বিজয় চিত্রকর ও নবকুমার নায়ক।

ব্যবস্থাপক—বিজয় মুখোপাধ্যায়।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—অরণ্য

[অন্ধকার রাত্রি—ঝড় ও ঝঞ্ঝায় পৃথিবী ভাঙ্গিয়া চুরিয়া শেষ হইয়া যাইতেছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎএর চমক, বজ্রের আর্ত্তনাদ। কতকগুলি দস্যু চিৎকার করিতে করিতে প্রবেশ করিল]

দস্যুগণ—এক জনকেও পালাতে দিস না; দেখিস একজনও যেন হাত ছাড়া না হয়।

১ম দস্যু—মেয়েটী গেল কোথায়?

২য় দস্যু—কি জানি, রাজা বেটাতো বোধ হয় সাবাড়।

৩য় দস্যু—কাবার তা হ'লে ঐ মেয়েটাও।

১ম দস্যু—কাবার হলেই হল নাকি? চল্ চল্ খুঁজে বের করি তো চল—

(দস্যুগণের প্রস্থান, আহত কাঞ্চীরাজ ও তাহার কন্যা রাধার প্রবেশ)

রাজা—উঃ, তুই পালা মা; যেদিকে চোখ যায় চলে যা—ওদের হাতে যদি তোর দুর্গতির শেষ হয়, আমি তো কিছু করতে পারব না মা,—আমি অক্ষম, মৃত্যু-পথ-যাত্রী! রাধা, তুই যা মা—যা—

রাধা—না বাবা, মরতে যদি হয় পিতা পুত্রী দু'জনে একসঙ্গেই মরবো!

রাজা—তা হয় না মা, হয় না! আমার শেষ হয়ে আসছে। ওদের বিষাক্ত শরে আমি আহত—মৃত্যু আমার অনিবার্য্য—আমি যাই—

রাধা—বাবা—বাবা—

রাজা—মা! ভেবেছিলাম কামরূপরাজ্যে পৌঁছে মায়ের মন্দিরে দেবীমূর্ত্তির

পদতলে কামরূপ রাজপুত্র জয়ন্তের হাতে তোকে তুলে দেবো! তুই তারই জন্য বাগদত্তা—তাই তাই ভুলতে পারিনা মা—রাজ্য গেল—সাম্রাজ্য গেল, তবু ভুল্‌তে পারি না—আমার সোনার রাধা, কাঞ্চীরাজকন্যা—এখন হবে পথের ভিখারিণী!

রাধা—বাবা! তুমি রাজ্য হারিয়েছ, আমার মাকেও হারিয়েছ—হারিয়েছ আমাদের যথা সর্ব্বস্ব। ওরা সব কেড়ে নিল তবু—তবু তোমাকে কেড়ে নিতে পারেনি বাবা, তুমি তো আমার আছ। তোমার কোলে—

রাজা—ওরে পাগলী, এবার আর থাকবো না। তুই নিজেকে রক্ষা কর মা তারপর, তারপর একটু দূরে কৃষ্ণনগর, সেখানে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে গিয়ে—মা, মা—মাগো আর পারি না—ঐ-ঐ অন্ধকার, সব অন্ধকার, তার মধ্যে ওকি, ওকি রূপ! ওযে—

"নবীন নীরদ কান্তি—চন্দন তিলক
বনমালা কণ্ঠে দোলে শিরে শিখীচূড়া
পীতবাস মৃদুহাস—কেন গো চতুর—
না না, আমি চাই তাঁর রূপে চিত্ত ভরপূর॥"

মায়ের সে বরাভয় মূর্ত্তি—ওরে মা কৈ? আমার শেষ দিনেও কি মা দেখা দেবে না মা—মা—

(সাধকের প্রবেশ)

সাধক—কাঞ্চীরাজ—

রাজা—কে—কে? গুরুদেব! মাকে যে দেখ্‌তে পাচ্ছি না গুরুদেব!

সাধক—দেখাব বলেই তো এসেছি রাজা! কিন্তু যে রূপ তুমি দেখছ, সে তো মায়েরই বিভূতি।

রাজা—আপনি গুরু—আমার চোখে সেই কাজল দিন—"অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া"—

সাধক—সেই দৃষ্টিই তোমাকে দিলাম রাজা ; তাইতো এলাম চরম ক্ষণে—

রাজা- কিন্তু আমার রাধা—সে কি জয়ন্তের হবে ?

সাধক—হতেই হবে ! রাধা জয়ন্তের। বৎস্য. তুমি শান্তিতে ইষ্ট নাম কর। অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে তাকিয়ে দেখ, অবচেতন মনের গহনে অবগাহন কর বৎস, দেখ শ্যাম ও শ্যামা অভেদ।

(দূরে বংশীধ্বনি ও চণ্ডীস্তোত্র)

শুনছো ?

রাজা—শুনছি। আমি পূর্ণ, আমি ধন্য ! ঐ আলো—আলো, কী আলোর বন্যা ! গুরুদেব ! পদধূলি—আশীর্ব্বাদ—গুরু, গুরু, মা, মা— (মৃত্যু)

রাধা—বাবা—বাবা—

সাধক—মা ! এ শোকের সময় নয়—(শব বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া) ·তোমার পিতা গত, তুমি তাঁর সন্তান—

রাধা—কিন্তু বাবা ? তাঁর সংকার ! এই অরণ্যে নিশিথে সহায়হীনা আমি—

সাধক—কে বলে তোমায় সহায়হীনা মা ? ঠাকুর তোমার সম্মুখে মায়ের কোলে তুমি। পথের কাণ্ডারী পথ দেখিয়ে দেবে মা—

রাধা— কিন্তু আমার বাবা ?

সাধক—সে গত ! ভক্তের মৃত দেহ সংকারের প্রয়োজন হয় না, ঠাকুরের পদস্পর্শে সে মুক্ত ! এই দেখ মা—

[সাধক শবাচ্ছাদন তুলিলে অজস্র ফুলরাশী দেখা গেল—
রাধা সব ফুল লইয়া গায়ে মাথায় ঢালিতে লাগিল]

রাধা—বাবা—বাবা—আমার বাবা—

[দূরে বংশী ধ্বনি - রাধা সেই বাঁশীর সুরে আকৃষ্টা হইয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যায়— সাধক নির্নিমেষ নয়নে তাকাইয়া থাকে।]

দ্বিতীয় দৃশ্য—পথ

নেপথ্যে—"জয় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জয় ! জয় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জয় !!"

(গ্রাম্য বৈষ্ণবীগণের প্রবেশ ও গান)

আনন্দের ঐ ঢেউ উঠেছে হাসি ফোটে মুখে গো
হাসি ফোটে মুখে,
কোলজোড়া ঐ পুত এল গো রাণী মায়ের বুকে
(রাজা মাতল নতুন সুখে) ॥

(গ্রাম্য যুবকগণের প্রবেশ ও গান)

চুপি চুপি আয়না কাছে চুপি চুপি কই

বৈষ্ণবীগণ—(আ মরণ) চুপি চুপি কইতে কথা
(কেউ) নাই কি আমা বই ?

(বেদেনীর প্রবেশ ও গীত)

কোন্ পোয়াতি রসবতী,
সতীর সতী মহাসতী
বেটা কোলে পড়ে ঢলে স্বামীর কোলে সুখে ।

সকলে—কোল জোড়া ঐ পুত এল গো রাণী মায়ের বুকে ॥

(নর্ত্তকীগণের প্রবেশ ও গীত)

চঞ্চল চল চল, ঢল ঢল যৌবন
চলকি ছলকি ওঠে রঙ্গে
কৃষ্ণচন্দ্র ভূপ রাজ অধীশ্বর
রভসে আপন পিয়া সঙ্গে
রঙ্গে গোঙাল রতি সুখে
কোল জোড়া ঐ পুত এল গো রাণী মায়ের বুকে ॥

বৈষ্ণবীগণ—রাজধানীর ঐ নটী এলো ডানা কাটা পরী গো

ডানা কাটা পরী,

ঠমকে তার চমক্ লাগে মোরা লাজে মরি গো

মোরা লাজে মরি,

আধেক অঙ্গ রঙ্গ ভরে

ভঙ্গিমাতে আতুল করে

যৌবনে ঐ মৌ বনে বউ কথা কও পাখী

এলে উড়ে পেলে সোহাগ ঢালে মধু মুখে গো

ঢালে মধু মুখে

কোল জোড়া ঐ পুত এলো গো রাণী মায়ের বুকে।

নর্ত্তকীগণ—সাধ জাগে আর মনটা পোড়ে

কণ্ঠী গলায় রাড়ী করে

বেদেনী—গোঁসাইকে পাঁচসিকে দিয়ে

ছেলে শুদ্ধ বিয়ে করে,

নর্ত্তকীগণ—বল্‌লে পরে তেলে বেগুনে ওঠেন আবার রুখে।

কোল জোড়া ঐ পুত এলো গো রাণী মায়ের বুকে॥

যুবকগণ—ষষ্ঠী নষ্ট রাখনা এবার ইষ্ট যা'তা চা'

সকলে—ষাট ষষ্ঠী সাত গোষ্ঠী বাঁচুক রাজার ছা—

সেই টুকনই চাইব মোরা আজকে দুখে সুখে।

[গানের মধ্যেই রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, রামমোহন গোস্বামী, রামানন্দ ঠাকুর প্রবেশ করিলেন। গান শেষ হইলে নর্ত্তকীদের প্রস্থান]

(এণ্টনির মত্ত অবস্থায় কবিতা আওড়াইতে আওড়াইতে প্রবেশ)

পড়েছি বিপদে এবার যা কর মা মাতঙ্গী

ভজন সাধন জানি না মা জাতে আমি ফিরীঙ্গি।

কৃষ্ণ—আরে এণ্টনি সাহেব যে কবিয়ালী ছেড়ে, কালী কীর্ত্তন ধ'রলে কবে ?

এণ্টনি—ধরবো না মহারাজ ? ও বেটী যা খামখেয়ালী, কার ঘাড়ে যে কখন খাঁড়া চুপিয়ে দেয়—একেবারেই জবাই।

কৃষ্ণ—কে আবার জবাই হ'ল

এণ্টনি—মায়ের খাঁড়ার ধার—ভাঁড়কে পাঁড় পাগল করে ছেড়ে দিয়েছে।

কৃষ্ণ—গোপালকে—! পাঁড় মাতাল—

এণ্টনি—উহুঁ—হুঁ—সেতো আমার এই বোতলে ; তার জন্যই তো ওষুধ আনতে যাচ্ছি—একেবারে পাগল হয়ে গেছে মহারাজ।

কৃষ্ণ—পাগল ?

এণ্টনি—বদ্ধ পাগল—আমি যাই ওষুধ আনি গিয়ে— (প্রস্থান)

কৃষ্ণ—শেষে পাগল হয়ে গেল ?

রামমোঃ—একেবারে উন্মাদ, ঘোর উন্মাদ। আজ সকাল থেকে সেই মধ্যম পাড়ার দিঘীর ধারে খানিকটা খড় কুটোয় আগুন ধরিয়ে, ঠিক তারই উপরে এক উঁচু গাছের ডালে হাঁড়ি চড়িয়ে ভাত রাঁধ্‌ছে।

কৃষ্ণ—সে কি ? ও তাই যতবার ডেকে পাঠাচ্ছি কিছুতেই আসছেনা।

রামমোঃ—হ্যাঁ মহারাজ, যতই বল্‌ছি আপনি ডাকছেন, হাস্‌ছে আব উত্তর দিচ্ছে "ভাত হোক্, গোপালের ভোগদিই, তারপরে যাব।" একেবারে পাগল মহারাজ।

কৃষ্ণ—হুঁ ! রামানন্দ ঠাকুর, তুমি কিছু জানো ?

রামা—না তো মহারাজ; বড়ই দুঃখের কথা ! আহা ! গোপালের মত অমন একটা হাস্যরসিক বিদুষক শেষে পাগল হ'য়ে গেল ! ঐ যে ঐ যে আস্‌ছে মহারাজ !

[বিশ্বনাথকে সঙ্গে লইয়া উন্মাদের মত গোপালভাঁড়ের প্রবেশ]

কৃষ্ণ—গোপাল! গোপাল!

গোপাল—মহারাজ!

কৃষ্ণ—কি হয়েছে তোমার? সকাল থেকে তোমায় ডাক্‌ছি—

গোপাল—ভাত চড়িয়েছিলাম মহারাজ!

কৃষ্ণ—হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনেছি খড়কুটো জ্বেলে, গাছে হাঁড়ি চড়িয়ে ভাত রান্না করছিলে, হাঃ হাঃ তা কি হয় না কি?

গোপাল—হয়না? আচ্ছা যদি না হয়, তা'হলে মন্দিরের মাথায় প্রদীপ থাক্‌লে দীঘির জল গরম হয় কি ক'রে?

কৃষ্ণ—কি ব্যাপার গোপাল?

গোপাল—শুন্‌বেন মহারাজ? এই ব্রাহ্মণ দূরদেশ থেকে আপনার নাম শুনে এসেছিলেন, আপনার কাছে কন্যাদায়ের সাহায্য চাইতে। আপনার হিতৈষী কোনো রাজকর্ম্মচারী তাকে বলেছিল, "যদি তুমি মধ্যম পাড়ার দীঘির জলে সমস্ত রাত ডুবদিয়ে থাক্‌তে পার, প্রচুর পুরস্কার পাবে।"

কৃষ্ণ—সে কি? এই শীতে সমস্ত রাত! কী অমানুষিক অত্যাচার! তার পর?

গোপাল—বল ব্রাহ্মণ, সে কথা আমি বল্‌তে পারবোনা মহারাজ!

বিশ্বনাথ—সমস্ত রাত আমি এক গলা জলে ডুবে থাকি মহারাজ! কন্যাদায় বড় দায়, তার উপর আজ চারদিনের উপবাসী, ঘরে এক মুঠো অন্ন নেই। দীর্ঘ পথ হেঁটে এসেছিলাম আপনার করুণার আশায়।

কৃষ্ণ—তারপর?

বিশ্ব—সমস্ত রাত রইলাম জলে, ভোর বেলায় উঠে গেলাম রাজ দরবারে পুরস্কারের আশায়।

কৃষ্ণ—পুরস্কার পেলে ?

বিশ্ব—না মহারাজ, দূরে মন্দিরের মাথায় জ্বলছিল প্রদীপের আলো। কর্ম্মচারী বল্লেন,—ঐ আলোর উত্তাপেই নাকি দীঘির জল উত্তপ্ত ছিল। এই দেখুন, সেই ঠাণ্ডায় আমার কি প্রবল জ্বর হয়েছে। এখনো কাঁপছি। এই দয়াল মহাত্মা, জানিনা ইনি কে, আমাকে পথ থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে, তাঁর গায়ের কাপড় জড়িয়ে দিলেন, গরম দুধ খাওয়ালেন, তাইতে একটু উঠে হাঁটতে পাচ্ছি।

কৃষ্ণ—অন্যায়। আমার কর্ম্মচারীরা হয়তো চেয়েছিল আমার পুত্র জন্ম উৎসবের নাচ, তোমার মৃতদেহের উপরেই হয়ে যাবে। উঃ, ওরা কি মানুষ! কিন্তু গোপাল, তুমি আমাকে বলনি কেন ?

গোপাল—রাজকর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে হবে, তাই অভিযোগের পূর্ব্বে, গাছের ডালে হাঁড়ি বেঁধে, তলায় আগুন দিয়ে দেখেছিলাম চাল সিদ্ধ হয় কিনা। কি বলেন রামানন্দ ঠাকুর ?

কৃষ্ণ—ঠাকুর তুমি কি জান ?

রামানন্দ—আমি—মানে—হয়তো কেউ রহস্য—

কৃষ্ণ—রহস্য ? জীবন নিয়ে রহস্য ? যাও এখনই ব্রাহ্মণের কন্যাদানের যাবতীয় ব্যয়ের ব্যবস্থা ক'রে দাও—আর তাঁর আজীবন বৃত্তির বন্দোবস্ত—হ্যাঁ—যদি কখনও আর—

গোপাল—মহারাজ, থাক্ থাক্, আজ আনন্দের দিনে কারও অভিশাপ কুড়োবেন না। (ইঙ্গিতে উহাদেব ভিতরে পাঠাইয়া দেয়) তবে নিজে একটু আধটু দেখুন। দেখবেন হয়তো খাতায় লেখা আছে, ব্রাহ্মণকে দান বাবদ কয়েক হাজার টাকা। কিন্তু গেছে তাদের ট্যাঁকে, যারা রাজ্য শাসন করে। যে দেশের রাজকর্ম্মচারীদের এ প্রবৃত্তি, সে রাজ্যে প্রজার শান্তি হয় না মহারাজ!

(সাধকের প্রবেশ)

সাধক—ধন্য গোপাল, তুমি শুধু রাজবয়স্য নও, সত্যকার হিতকামী।

কৃষ্ণ—এই যে প্রভু! আজ আপনার দর্শন পাবার জন্য প্রাণ আকুল হয়ে উঠেছিল। নবজাত পুত্রের প্রতি আশীর্ব্বাদ—

সাধক—আশীর্ব্বাদ মানুষের কাছে চেয়োনা বৎস, চাও মহামায়ার কাছে ভক্তের বংশে জন্ম তোমার, তুমি সম্রাট বিক্রমাদিত্যের ন্যায় সর্ব্ব গুণ বিশিষ্ট, নবরত্ন শোভিত। শুধু দৈবশক্তিতে তুমি তেমন শক্তিমান নও, তাই আমি এসেছি—

কৃষ্ণ—প্রাসাদে চলুন মহাত্মন।

সাধক—না না, আমরা গৃহী নই, পথের পরিব্রাজক. শুধু এসেছি তোমাকে জানাতে—তোমাকে দৈবশক্তি অর্জ্জন করতে হবে। আগামী অমাবস্যার রাত্রে রাজ্যপ্রান্তে অবস্থিত মহাশ্মশানে তুমি যাবে রাজা, আমি সেখানে তোমার বেতাল সিদ্ধির ব্যবস্থা করে দেব। আর সে কার্য্যে তোমার সহায় হবে তোমার এই সরল বিশ্বাসী বয়স্য গোপাল।

কৃষ্ণ—সত্যই এ আমার সখা, বয়স্য। হাসির আড়ালে ও চিরদিন আমাকে আগলে রাখে, সমস্ত বিপদ থেকে আমাকে রক্ষা করে।

সাধক—হাসির আড়ালেই চিরদিন গোপাল করবে তোমার সমস্ত সমস্যার সমাধান। হয়তো ওর রসিকতায় লোক হাস্‌বে, ওকে পাগল বল্‌বে, কত না নিন্দা. কত না গ্লানি! তবু সব পরিহাস সহ্য করে ঐ গোপাল চিরদিন তোমাকে রক্ষা করবে রাজা। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নামের সঙ্গে গোপালের নাম চিরদিন অক্ষয় হ'য়ে থাকবে। আমি তবে যাই, আবার প্রয়োজনে আসবো। (সাধকের প্রস্থান)

গোপাল—বাঃ বেশ মিষ্টি মিষ্টি কথায় ভজিয়ে গেল। শ্মশানে যাও—ভূত প্রেত নিয়ে তাল সামলাও! চলুন—চলুন মহারাজ, (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য—রাজদরবার

[দরবারে গানের আসর—আসরের চারিপার্শ্বে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, রামমোহন গোস্বামী, মুক্তারাম, হাস্যরাম, গোপাল ভাঁড়, উজীর প্রভৃতি। সম্মুখে—বৈষ্ণবী ব্রজগোপী কীর্ত্তন গায়, আজু গোঁসাই ও অন্যান্য দোহাররা যোগ দেয়।]

(আজু গোঁসাই ও ব্রজগোপীর গান।)

কণক চাঁপা বরণ তোমার, নন্দের ঘরণী,
তোমার কোলে আইলা বুঝি ব্রজের নীলমণী।
ওসে কাহার বাছনি ?
শতেক চাঁদের আলা দিয়া গড়াইলা মুখ,
দুই নয়নে ধরে নাতো (এমন) দেখায় নাহি সুখ—
শতেক নয়ন দিলে বিধি,
শতেক জনম দেখতাম নিধি—
নিরবধি ব্রজের রমণী॥

(রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, গোপাল ভাঁড় প্রভৃতির প্রবেশ)

ভারতচন্দ্র—সাধু—সাধু—

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র—এই নাও পুরস্কার।

গোপাল—মূল গায়েন তো পুরস্কার পেল, তিরস্কারটা তা হলে কি গোঁসাই প্রভুর বরাতে—

আজু—(তৎক্ষণাৎ সুরে)—

ও স্যাঙাৎ, তিরস্কারই পুরস্কার—
তিরস্কারের তীরের চোটে,

(বুঝি) খাচ্ছ খাবি ওগো মোদের
মাননীয় ভাঁড়—
ঐ তিরস্কারই আমার ভাল
(রাজার মেজাজখানি) বরং স্পষ্ট বোঝা যায়—
পুরস্কারের আস্কারাতে হ'লে বহিস্কার—
ওগো ভাঁড়—তোমার লীলা বোঝা ভার,
(ঐ) তিরস্কারই আমার ভাল
তিরস্কারই পুরস্কার
বুঝলে গোপাল ভাঁড়, বুঝলে গোপাল ভাঁড় !

গোপাল—(গান) খুব বুঝেছি খুব বুঝেছি ষাঁড়,
কিন্তু কার কারসাজীতে
ভাঁড় সাজিতে হয়েছে তা জানো
(জানোনা—এ্যাঁ—জানোনা)
জানি, ভাঁড়ে তোমার মা ভবানী
তাই কচ্ছ ধ'রে টান
আর রাত বিরেতে ইতি উতি
উঁকি মারা কেন ?

হাস্য—এতো দেখছি স্বভাব কবি
আজু—কবি নয় ও কপির সেরা কপি—
গোপাল—(সুরে) এবার ঘরের কথা হাটের মাঝে
বলি চুপি চুপি—
'ব'কে ছেড়ে 'প'এ কেন লোভ ?
বাপের ছেলে ছিলে ভাল, পাপের ছেলে হ'লে মিটবে কিগো ক্ষোভ?

উজীর—চমৎকার ! কিন্তু আমায় আর দেরী করাবেন না রাজা ! আপনার দরবারে তো দেখছি পণ্ডিত আর গুণীজনের অভাব নেই। এখন নবাব বাহাদুরের প্রশ্নের উত্তর পেলেই আমি রাজধানী যাত্রা করি—

গোপাল—প্রশ্ন ? আবার কি প্রশ্ন মহারাজ ?

মহারাজ—প্রশ্ন, এই প্রশ্নের উত্তরে দেবো শপথ করে আমি মুক্তি পেয়েছি—শোন তবে—এবার মহামায়ার পূজায় মায়ের পায়ে অঞ্জলী দিতে পারিনি—কারণ অর্থ। নবাব সসম্মানে রাখলেও নজর বন্দী করেই রেখেছিলেন—খাজনা অনাদায়ের অপরাধে। মাত্র দু'দিন আগে যদি খাজনা পৌছতো, আমি মহাপূজায় যোগ দিতে পারতাম—কিন্তু হ'ল না—আমি মায়ের পায় ফুল দিতে পারলাম না। মায়ের কথা স্মরণ করে নদীর বুকে যখন সাত জোড়া দাঁড় বেয়ে পানশী ছেড়েছি তখন নদীতে উত্তাল তরঙ্গ, প্রচণ্ড ঝড়ে নৌকা আর এগোয় না। ক্রন্দন-রত সন্তানের ব্যাকুল আহ্বান মা শুনলেন—মা এলেন।

আজু—সেই নৌকায়—?

মহারাজ—হাঁ, স্বপ্নে আদেশ দিলেন, এই শুক্লা নবমীতে তুই জগদ্ধাত্রীর পূজা কর। একই দিনে মহাসপ্তমী, মহাঅষ্টমী ও মহানবমীর পূজা। কিন্তু আমার কথামত যেদিন খাজনা গেল না—আমি মিথ্যাবাদী হলাম—সেইদিন শপথ করলাম 'বাকসিদ্ধ' হব। মায়ের আদেশ পেলাম এই বিষ্ণু মহলে আমার সাধনা সুরু হবে, শেষ হবে ভুত প্রেত পিশাচের আতঙ্কে আতঙ্কিত পরিবেশে। ভয় যদি না পাই বাক্‌সিদ্ধ হব। যদি ভয় পাই তবে যে রূপ দেখবো সেইরূপে মায়ের পূজা করবো।

উজীর—আপনি যে পৌছতে পারবেন না এতো হিন্দু জ্যোতীষিরা বলেই ছিলেন রাজা—আশ্চর্য্য, আমাদের সাতজোড়া পানশীর বহর দেখেও তাঁরা যা বল্লেন তাই হ'ল। আপনাদের হিন্দু জ্যোতীষ অভ্রান্ত—

এখন প্রশ্ন আকাশের গ্রহের খবর হিন্দু শাস্ত্রে ঠিক দেয়—কিন্তু পাতালে কি আছে আর ভূমিকম্পে পাতাল থেকে কে ঝাঁকুনি দেয় ?

মহারাজ—কৈ ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর, রামচন্দ্র বিদ্যানিধি, জগন্নাথ তর্কলঙ্কার বলুন সব কে ঝাঁকুনি দেয়।

গোপাল—ওঁরা তো পারবেনই হুজুর। তবে ওঁদের ক্ষমতাটা আমাদের ব্যাপারেই বেশী খাটে, কারণ হিন্দুরা যখন মরে—পোড়ান হয়; ধোঁয়াগুলো সব সোঁ—সোঁ—সোঁ করে ঐ, ঐ আকাশে জড় হয়—আকাশের সব খবর চাক্ষুস দেখে। আর জনাব, আপনাদের জাতে মর'লে মাটিতে পোতা হয়—তাই মাটির নীচের খবর আপনারাই বলতে পারেন ভাল। কেন আর কে মাটি খুঁচিয়ে আপনাদের খোঁচা লাগায়।

উজীর—হাঃ হাঃ তা বটে—তা বটে। মহারাজ তা হ'লে দ্বিতীয় প্রশ্নটার কথা আপনিই এদের জানান। সে তো আর একদিনে হবে না। এক বৎসর সময় দিয়েছেন নবাব বাহাদুর—

গোপাল—আবার কি ?

মহারাজ—নবাবের হুকুম—একখানা মহাভারত নতুন ভাবে লেখাতে হবে নবাবী বংশ দিয়ে—নাম হবে—

গোপাল—ত-র-ভা-হা-ম ;—ত-র-ভা-হা-ম

উজীর—ত-র-ভা-হা-ম—মানে ?

গোপাল—মহাভারতের উল্টো—আপনাদের সবইতো উল্টো উজীর সাহেব বল না আজু সেই গানটা—আরে সেই—

হিন্দু তুরকে মিলল বাস,
একক ধর্ম্মে আওকো উপহাস।
আজু— কতহুঁ ওঝা কতহুঁ খোজা,
কতহুঁ নকত কতহুঁ রোজা।

গোপাল— কতহুঁ তম্বাকু কতহুঁ কুজা,

আজু— কতঁহু নীমাজ কতঁহু পূজা।

গোপাল—বুঝুন জনাব আলি ওসব উল্টো, হিন্দুর মহাভারত আপনাদের তরজাহাম—

উজীর—বেশ তাই করে দাও—

গোপাল—এতো অতি সহজ—আমাদের ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর করে যে হাত পাকিয়েছেন, তাতে নবাব-সুন্দর করা কেন, সুন্দ উপসুন্দ বানিয়ে দেবে। কিন্তু একটা কথা জানিয়ে যান আপনি উজীর সাহেব—

উজীর—বলুন—

গোপাল—মহাভারতে দ্রৌপদীর পাঁচটী খসম, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব; আপনাদের বেগম সাহেবার কয়টী খসম জনাব? প্রথম তো নবাব, তারপর না হয় আপনি উজীর—

উজীর—তোবা—তোবা—ও দরকার নেই—দরকার নেই, ও আমি নবাবকে বুঝিয়ে বলবো, তবে চলি রাজা।

আজু—যাবেন? না, না উজীর সাহেব, আপনার জন্য শহর থেকে নর্ত্তকীদের আনা হয়েছে যে, তাদের ডাকো না হে।

রাজা—এবার তবে আমার সাধনার আয়োজন কর গোপাল, সাধকের আজ্ঞায় সেই মহাশ্মশানে আজই বাক সিদ্ধ হবো—বাকসিদ্ধির পূর্ব্বে তাল-বেতালের মতন—

গোপাল—মহারাজ আর তালবেতালের তালে নাচবেন না। এইতো আপনার সভায় বড় বড় তালিম বাজ রয়েছেন এরা তালে তালে নাচে তালে তালে কথা কয়—

(গান)—ঐযে তালের সেরা তাল—ওদের দিয়েই মহারাজের সিদ্ধ পরকাল

আন্নু—(গান) ওরে গোপাল, ওরে গোপাল, তাল বেতালের চাপে যে
তুই হ'লি বেসামাল,
ভাড়ামীতে পোষায় না আর,
এবার নাচ তালে তাল।

উজির—হাঃ হাঃ চমৎকার চমৎকার,

(সকলের হাস্য ও নর্ত্তকীদের প্রবেশ নৃত্য ও গীত)

(বাবু) সেলাম সেলাম বাবু সেলাম সেলাম,
বহুৎ মেহেরবাণী প্যায়ার পেলাম,
সেলাম সেলাম বাবু সেলাম সেলাম।
তাকিও না উহুঁ—অমন ক'রে তুমি তাকিও না
(তাকিও না, তাকিও না গো)
অমন করে চোখ বাঁকিও না (বাঁকিও না, বাঁকিও না গো)।
(তোমার) মুচকী হাসি, গলায় লাগায় ফাঁসী,
পরাণ জ্বলে বাবু গেলাম গেলাম (বাবু গেলাম গেলাম)
খুস নবাবীর সরাবী মন, মাতাল হয়ে মাতায় এমন
খিল ভাঙ্গা দিল হিল গয়া ও দরদী তোমার কসম্
মোহব্বত আর ভালবাসা
দেয় কলিজায় নতুন আশা
(তাই) চোখ ইসারায় প্রাণের টানে, ও মালেক হেথায় এলাম,
সেলাম সেলাম বাবু সেলাম সেলাম।

চতুর্থ দৃশ্য—গোপালের গৃহ

[দাওয়া হইতে নামিতে নামিতে পিসিমা গোপাল ভাঁড় পত্নী সর্ব্বাণী-দেবীর সহিত কথা বলিতেছে পিসিমা বৃদ্ধা, সম্পর্কে মহারাজার পিসিমা হইলেও মন্দিরের দেখাশুনা করেন। পিসিমার সহিত তার বোনঝি—চাঁপা]

সর্ব্বাণী—আবার আসবেন পিসিমা—মাঝে মাঝে আপনাদের পায়ের ধুলো পড়লে—

দক্ষ—অমন করে বলিস না সর্ব্বাণী, তাছাড়া সারা মন্দিরের কাজ আমার মাথায় চাপিয়ে দিয়েছেন তোদের মহারাজা; মন্দিরের বাড়ীতে থাকি ভোগ পূজা আরতি—আবার শুনছি বাক্ সিদ্ধ হবার সাধনা করবে। জানিনা তার আবার কি জ্বালা।

সর্ব্বাণী—তা' এখন তো চাঁপা এসেছে—চাঁপাই তো শুনি সব কাজ করে।

দক্ষ—তা' করে। এমন মেয়ে আর হয় না। আমায় আর কিছু দেখতে হয় না ও সব নিজের হাতেই করে মন্দিরের ঠাকুর যেন ওর নিজের মনের ঠাকুর।

সর্ব্বাণী—তেমনই একটী মনের ঠাকুর মিলিয়ে দেন আমার এই ঠাকরুণটীকে ভগবান—

দক্ষ—তা এবার চলি—

চাঁপা—কই, যে কথা বলতে এলে, তা তো বললে না বৌঠানকে মাসি—

সর্ব্বাণী—কি কথা আবার?

দক্ষ—দূর্ ন্যেকা মেয়ে—আরে ঐ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, সব সময়ই তো তোমার কর্ত্তাটীর সঙ্গে নষ্টামী ফষ্টামী করে। মন্দিরে পূজোর মধু নেই পুরুত ঠাকুর তাই বলেছেন। মহারাজ বল্লে কি "গোপাল তোমার

বাড়ীর মধুর চাকে মধু কেমন"—গোপাল বল্লে "হুল বাঁচিয়ে আনতে পারেন—মধু মিষ্টিই পাবেন"। আমায় ডেকে অমনি কৃষ্ণচন্দ্র বল্লে "পিসি গোপালের বাড়ীর মৌচাকের মধু যদি চেয়ে আনতে পার" ও ন্যেকি তাই শুনেছে—

সর্ব্বাণী—ও! তা শোন্ ঠাকুরঝি তোর রাজাকে বলিস মৌচাকে আমার খুব মধু আছে, তার পাত্র ভরে দিতে পারি এখনও কিন্তু নিজে এসে নিতে হবে, প্রথম হুলের বিষ যদি সইতে পারে মধু পাবে বুঝলি!

চাঁপা—তা না হয় আমিই নিয়ে যাই না?

সর্ব্বাণী—ন্যেকা, সে মৌচাক মেয়েমানুষের নাগালের বাইরে আর হুলের বিষও পুরুষ ছাড়া সইতে পারে না; তুই যা—

চাঁপা—তবে মাসী—

দক্ষ—চল চল, আচ্ছা হাবা মেয়ে—মরণ তোমার।

(দক্ষ ও চাঁপার প্রস্থান)

(নেপথ্যে—"গিন্নি অ-গিন্নি", বলিতে বলিতে গোপালের প্রবেশ)

সর্ব্বাণী—কি গো ষাঁড়ের মতন চেঁচাচ্ছ কেন?

গোপাল—এ চেঁচানিতে কি পেলাম দেখ—মুক্তার মালা মধ্য খানে নীলমণি, রাজাকে দু'দুটো ফাঁড়া থেকে বাঁচিয়েছি। তাই নবাবী দরবারে তিনি যে উপহার পেয়েছিলেন আমার গলায় তুলে দিলেন। আমি দেব তোমার গলায়—আমার প্রেমময়ী রাধা তুমি!

সর্ব্বাণী—ঝাড়ু মার তোমার রাধার মুখে—সোহাগ আর দেখাতে হবে না; ঘরে নেই বাজার—উনি এলেন মুক্তোর মালা নিয়ে—এখন তাই সেদ্ধ করে দিই—গেলো—

গোপাল—কেন-কেন? পথে যে দেখলাম কাশিমআলি বেগুন নিয়ে যাচ্ছে নিতে পারনি?

সর্ব্বাণী—নিতেতো গেলাম, দিল না—বল্লে নগদ দাম চাই। এত বড় অপমান করলে দু'গণ্ডা পয়সার বেগুন দিলে না—

গোপাল—কোন গুণ নেই তার কপালে আগুণ—এই, এই জন্যই ভারতচন্দ্র লিখেছে ওর কোন গুণ নেই—বে—গুণ—ঐ বেটা কাশিম আসুক এদিকে—এখুনি আসবে, আমি দেখাচ্ছি কার ল্যাজে পা দিয়েছে ও—তুমি তাবৎ আমায় একটু সা-জি-য়ে দাও—

সর্ব্বাণী সাজিয়ে? এই বুড়ো বয়সে? কেন কোন কুঞ্জে যাবে—

গোপাল—রাধার কুঞ্জে; অমাবস্যার অন্ধকারে ভুত শাকচুন্নীর হাত ধরে—

সর্ব্বাণী—ভুতের হাত ধরতে গোভুত সেজে যাও। কিন্তু শাকচুন্নীর হাত ধরার সখ কেন?

গোপাল—অভ্যেস হয়ে গেছে যে গিন্নি

সর্ব্বাণী—মানে আমি শাকচুন্নী--

গোপাল—আহা না-না-না মানে মেয়ে মানুষ দেখলেই হাতটা কেমন সর সর করে।

সর্ব্বাণী—ও তাই সাজিয়ে দিতে বলা হচ্ছে—এসো গঙ্গা যাত্রার সাজ সাজিয়ে দিই—

গোপাল—তা হলে যে থানধুতি চাই তোমার—সিন্দুর তোলার ঝামা, নোয়া কাটার সাঁড়াশী, শাঁখের করাত—

সর্ব্বাণী—(মুখ চাপিয়া) মাথা খাও—মাথা খাও—

গোপাল—তবে দাও মনের মতন সাজিয়ে দাও

সর্ব্বাণী—দেবো আজ তাই দেবো-- (গৃহে প্রস্থান)

গোপাল— মনের মতন সাজিয়ে দেবে

নাগর যাবে কুঞ্জে, কুঞ্জে গো—

নাগর যাবে কুঞ্জে।

আরে ও কাশিম—ও কাশিম শোন শোন—

(কাশিমের প্রবেশ, মাথায় একটা ঝাঁকা)

ওতে কি কাশিম?

কাশিম—এই বেগুন বেচে সেই টাকা দিয়ে জেলেপাড়া থেকে তোমাদের অবতার নিয়ে এলাম।

গোপাল—অবতার? কোন অবতার - তৃতীয় নাকি?

কাশিম—তোবা-তোবা—আঃ শূয়োর কি আমরা খাই? আঃ—ধর ধর ঝাঁকাটা ধর না একটু—বড্ড ভার ঠেকছে, ধরনা—

গোপাল—ধরি কিন্তু আমার আবার মৃগী রোগ—রো-রো-রো-রো

(মৃগীর মতন হাত পা খিঁচিতে লাগিল —সর্ব্বাণীর প্রবেশ ঝাঁটা হস্তে)

সর্ব্বাণী ওমা কি হবে গো—এই মোছলার পো আমার সোয়ামীকে মেরে ফেল্লে গো, বাবা গো—(ঝাঁটা দিয়া পিটাইতে লাগিল, কাশিম বোঝা ফেলিয়া ঝাঁকা লইয়া পলাইয়া যায়।)

গোপাল—(শুইয়া) কি গো গেছে-গেছে-গেছে নাকি?

সর্ব্বাণী—হে-হেঁ-ওঠো—

গোপাল—নেও ঐ যে মাছের বস্তাটা ফেলে গেল। তুলে নিয়ে ঘরে যাও—বেটার বেগুণ এবার চোদ্দ গুণ হয়ে দেখা দিয়েছে হাঃ হাঃ নিয়ে যাও। আর আমায় সাজিয়ে?

সর্ব্বাণী—চল ভেতরে সাজিয়ে দিচ্ছি—বাইরে কি সাজ হয়—

গোপাল—তা বটে—চল চল— (উভয়ের ভিতরে প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য—শ্মশান

[শ্মশান ভূমির একাংশ—গভীর রাত্রি—আতঙ্কিত পরিবেশ; মাঝে মাঝে ঝিঁঝিঁ ও শেয়ালের ডাক—ভক্ত চূড়ামণি রামপ্রসাদের প্রবেশ—চক্ষে তার ইষ্ট অন্বেষণের আকুল দৃষ্টি—]

রাম—মা, মা, কোথায় গেলি মা, ছেলের ঘরের বেড়া বেধে দিতে এলি যদি চলে গেলি কেন? কেন একবার দেখা দিয়ে আবার পালিয়ে গেলি আমি যে এই ডুরে শাড়ী নিয়ে - তোকে খুঁজতে খুঁজতে পাগল হয়ে গেলাম—আর কত ঘোরাবি মা—আর কত ঘোরাবি?

(গান)

মা আমায় ঘুরাবি কত
কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা
পাক দিতেছ অবিরত
(তুমি) কি দোষে করিলে আমায়
ছটা রিপুর অনুগত (প্রস্থান)

(সাধকের প্রবেশ)

সাধক—সাধক রামপ্রসাদ তোমায় নমস্কার; মাকে পেয়েছ তাই মার পিছু পিছু ঘোরার তোমার আর শেষ নেই।

(গোপাল ও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রবেশ)

এই যে মহারাজ এসেছেন—শ্মশানই আপনার সাধনার যোগ্য স্থল—কিন্তু মহারাজ সাধনায় সিদ্ধ হতে হলে একটী প্রশ্নের উত্তর আপনাকে দিতেই হবে—তাতেই হবে আপনার বাক্ সিদ্ধির পরীক্ষা।

রাজা—কি সে পরীক্ষা মহাত্মন্ ?

সাধক—একটু পরে একটী মেয়ে আসবে আপনার সম্মুখে সে আপনারই সখা কাঞ্চীনগরের ভুতপূর্ব্ব রাজার কন্যা—পিতা তার মৃত—রাজ্য শত্রু হস্তগত—তাকে বিবাহ করবার জন্য কামরূপ রাজপুত্র আসবেন এদিকে, হয়তো আপনার রাজ্যেও যাবেন—প্রশ্ন করতে ঐ কুমারী, অবিবাহিতা সেই রাজকন্যা সতী না অসতী; কারণ সে তার বাগদত্তা।

রাজা—অর্থাৎ—আমি তা কি করে জানবো ভগবন ?

সাধক—পিতা যেমন কন্যার কথা জানে—। কন্যার পাণীপ্রার্থী বিবাহেচ্ছু পাত্র যদি বিবাহের জন্য পিতাকে প্রশ্ন করে কন্যার চরিত্রের সম্বন্ধে, পিতা কি সে প্রশ্নের উত্তর দেবে না মহারাজ ?

রাজা—তা—তা—

সাধক—দেবে, এ কন্যাও আপনার বন্ধু কন্যা, এর ভারও আজ আপনাকে নিতে হবে। তারপর যদি কোন দিন সেই রাজপুত্র উপস্থিত হয় কন্যাকে বিবাহ করতে, পিতৃসত্য পালন করতে, সেদিন আপনি বলবেন কন্যা সতী না অসতী। তাই হবে আপনার পরীক্ষা। যদি উত্তীর্ণ হন মহারাজ আপনি সিদ্ধ হবার যোগ্য পাত্র হবেন। যান মহারাজ ঐ অদূরে শ্মশানেশ্বরীর মন্দিরে, মাকে প্রণাম করে এসে সাধনায় প্রবৃত্ত হ'ন। যদি সাধনা ভঙ্গ হয়—ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে—তবেই আবার সিদ্ধ হবার অধিকারী হবেন— (প্রস্থান)

গোপাল—মহারাজ এখনও বলছি চলুন—সরে পড়ুন। নিঝুম রাতের অন্ধকারে শেষকালে ভুতের হাতেই প্রাণটা যাবে মহারাজ—

রাজা—আঃ গোপাল, একে আমি একটু ভীতু—তাতে ক্লান্ত—তারপর তোমার এই আচরণ, তবে তুমিতো বাপু না এলেই পারতে—

তোমার ভয় হয় তুমি ফিরে যাও—আমাকে যেতেই হবে—সাধকের আদেশ আমাকে পালন করতেই হবে। (প্রস্থান)

গোপাল—যাক্ - চলে গেল। নিজের হিত বুঝলেনা—এখন আমি কি করি? আমি যাই, গিন্নীর আঁচলের ধন—আঁচলেই যাই। কিন্তু রাজাকে ছেড়ে যেতেও মন চাইছে না, দেখি যদি ফিরিয়ে আনতে পারি—রাজাকে ভালবেসে এ এক আচ্ছা বিপদ হয়েছে।

(দূরে এক নারী কণ্ঠে গান—সুন্দর নন্দকিশোর……)

ওকি—? (সভয়ে) ব্রহ্মদৈত্য নয়, ভূত নয়—শাকচুন্নী নিশ্চয়—শ্রীরাম—শ্রীরাম - শ্রীরাম (ভীতভাবে প্রস্থান)

(গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করে রাধা)

সুন্দর নন্দকিশোর,
ব্রজগোপীগণ লাজহরণ শ্রীমতী রাধা কিশোর,
ব্রজ-অঙ্গনা চিত পীতম শ্রীহরি যুবতী-মন-চোর,
বসন হরনে হরিলে সকল চিত্তদ্বন্দ্ব বাধা
রাস মিলনে গোপীগণে, লীলা ছলে করে রাধা
রঙ্গ রসের আবেশে বিভোর রভস-রাস-মত্ত
রসঘন-মনে যুবতী জনে হলে আনন্দ ভোর;
যুবতী মন চোর—যুবতী মন চোর - ।

গোপাল—(প্রবেশ করিয়া) এ্যাঁ—এ্যাঁ—তুমি—

রাধা—অমি রাধা আছি বাঁধা চরণে তোমার,
তুমি যে পরম পতি রসিক আমার—

গোপাল—এ্যাঁ—আমি—

রাধা—ভুলিনি—ভোলাতে মোরে পারনি নিঠুর,
তোমার নয়ন হেরি রস ভরপুর—

গোপাল—আমার নয়ন রস-ভরপুর ?

রাধা— রস ঘন এ লগনে ওচরণে ঠাঁই,

লইনু শরণ বঁধু—অন্য গতি নাই।

তুমি মোর মন চোর—তুমি মোর স্বামী,

জীবন মরণ তব দাসী হব আমি।

প্রাণনাথ, হৃদয় বল্লভ—একবার এসো একবার কাছে এসো।

বল—বল একবার বল—

(গান) ভালবাসি আমি তোমায় কিশোরী

ভালবাসি তোমা' রাধা।

বল বল ওগো প্রাণ সখা মোর,

রব চিরকাল বুকে বাঁধা—

গোপাল—এঁ্যা—বুকে—ওরে বাবা—আমার জন্য তোমার এত অনুরাগ—

জীবনে যাকে দেখিনি—তাকে প্রথম দেখাতেই--

রাধা—পহলে পিয়া মোর সুখমুখ হেরল

ঘুচিল সকল বাধাদ্বন্দ্ব।

নয়নে নয়নে যেই দরশন হোয়ল

পরাণে পরাণ হল বান্ধা

গোপাল—প্রাণে প্রাণ বাঁধা পড়লো : কিশোরী বল বল তুমি কে ?

রাধা—একি ছল কর প্রিয়, আমি তব রাধা।

বল ভালবাসো মোরে—

গোপাল——রব ও চরণে বাঁধা

কেন কাঁদা কেন, আর মান অভিমান,

তুমি আমি রব রাধাকৃষ্ণের সমান !

রাধা—হেঁ্যা, তাইতো আমি চাই ; শুধু ঐ কথাটীর জন্য কোথা থেকে কোথা

ছুটে এসেছি—"কোথা সে মথুরা কোথা বৃন্দাবন সব ছেড়ে এনু হেথা
এবে এসে কাছে, নাও বুকে তুলে ঘুচাও সকল ব্যথা।

গোপাল—এঁ্যা বুকে ? ওরে বাবা নয়ন রস ভরপুর ! তবে যে সর্ব্বাণী
বলে আমি দেখতে একটা কুপো, বলে আমি দেখতে এক অপরূপ

রাধা—অপরূপ রূপ নাগর আমার
উজ্জল অথবা কালো,
প্রিয়ার পরাণে প্রেমের প্রদীপে
সব রূপ হল আলো।

গোপাল—এঁ্যা আমার প্রেমে সব আলো হয়ে গেলো, ওরে এমন
—এমন আমায় তো কেউ ভালবাসেনিরে
"প্রিয়ার পরাণে প্রেমের প্রদীপ—সব রূপ হল আলো"
ওরে সর্ব্বাণী, ওরে পোড়ার মুখী শুনে যা, যে যাকে ভালবাসে সে কি
বলে—"নয়ন রস ভরপুর"—ওকি রাধা কোথায় যাও—শোন শোন—

রাধা—তুমি মিলনের জন্য যে কুঞ্জ ভালবাসো, সে ঐ—ঐ ঐখানে ঐ
কদমতলায়—চল চল প্রিয়, নির্জ্জন রাতে ঐ কদম্ব রেণুর উপর, তোমার
বুকের পাশে।

গোপাল—ওরে গোপাল—গোপালরে

রাধা—গোপাল গোবিন্দ তুমি সর্ব্ব গোপী জনে
আমার নাগর শুধু প্রেমের মিলনে।

গোপাল—নাগর-নাগর গোপাল নয়, ভাঁড় নয়, বুড়ো নয়, নাগর—নাগর ;
চল চল রাধা কদমতলে—আমার বাঁশী—বাঁশী—

রাধা—বাঁশী বাজে ও অধরে মধু আছে মুখে
মিলনের শয্যা আছে প্রিয়ার এ বুকে
চল চল ঠাকুর চল (দু'জনের প্রস্থান)

(অপর দিক হইতে প্রবেশ করেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র)

রাজা—জয় মা শ্মশানেশ্বরী, জয় মা মাগো যেন তোমার দয়ায় আমি কৃতকার্য্য হতে পারি মা।

(দূরে আবার নারী কণ্ঠে গান)

আয় ঘুম, চোখে ঘুম আয়।
তোমার অধর, মধুর আবেশে
চোখে চোখে চুম দিয়ে যায়।—

একি! সহসা আমায় ঘুমে আচ্ছন্ন করে ফেলছে কেন?

(ধীরে ২ রাজা তন্দ্রাভিভুত হন)

[দূরে দেখা যায় আলোর মধ্যে মায়া সুন্দরীগণ দোলে ও গান গায়]

যত গোপন কথা ছিল বুকে
স্বপনে দিল ধরা চোখে,
পুলকে শিহরি ওঠে, এতনু সে তনু চায়।
বাহু সিথানে বাসর শয়ানে,
বাঁধিবে পিতম পিয়ায়।
আয় ঘুম আয়।—

(সহসা সুন্দরীগণের ভুত ও প্রেতরূপে পরিবর্ত্তন; গান চলে)

ঘর ঘর ঝর ঝর বাজ পড়ে ঐ—বাজ পড়ে;
আগুণ জ্বলে বনে বনে,মনে মনে!
অশরীরি ঘুরিফিরি বন বাদাড়ে—
মোরা রাখতে পারি মোরা বাঁচাতে পারি—
জীবন মরণ কাঠি মোদের হাতে;
সারা ভুবনটারে শাসন করি কত ছলায় কলায়।
ঘুম যায় ঘুম যায় ঘুম যায়।

রাজা—মা—মা জগদম্বে! এ কী, এ কী স্বপ্ন! একী বিভীষিকা। ভয়ে আমি কেঁপে উঠলাম কেন? তবে তবে—ভীত সন্তান যখন আর্ত্তকণ্ঠে তোমায় ডাকবে তখন তো তুমি দেখা দেবে বলেছিলে মা, দেখা দাও দেখা দাও।

(সহসা জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তির আর্ভিাব)

ওঁসিংহস্কন্ধ সমারূঢ়াং নানালঙ্কার ভূষিতাং
চতুর্ভুজাং মহাদেবীং জগদ্ধাত্রীং নমাম্যহম্॥"

নেপথ্যে —"মা"—"মা"—রামপ্রসাদ মাকে ডাকিতে ২ প্রবেশ করে)

রাম—মা—মা—দে—একবার দেখা দে—

কৃষ্ণ—সাধক রামপ্রসাদ কাকে খোঁজো?

রাম—মাকে মহারাজ, আমার সেই ছোট্ট মেয়েকে কতদিন ধ'রে খুঁজছি। এই দেখুন, দেখুন—এই আট হাত ডুরে শাড়ীখানা নিয়ে বেটীকে আমি কত খুঁজছি, কিন্তু পেলাম না - বেটি যে কোথায় হারিয়ে গেল!

কৃষ্ণ—আমি পেয়েছি সাধক—

রাম—পেয়েছ? কৈ—কৈ?

কৃষ্ণ—ঐ দেখ মার চতুর্ভূজা সিংহারুঢ়া —অভয় বরদা মূর্ত্তি!

রাম—মা চতুর্ভুজা? সিংহারুঢ়া? না, না, এই নশ্বর সন্তানদের বাঁচাতে, মাকে আমি ঐ যুদ্ধের সাজে সাজতে দেবো না। চাইনা তার অভয়া মূর্ত্তি—। মার অমন রূপ কালো ক'রে আমি শ্মশানেও তাঁকে নাচতে দেবো না। মা আমায় সেই রূপ দেখা মা—সেই ছোট্ট মেয়ে, সেই কুমারী মূর্ত্তি, সেই—

(জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তির অন্তর্দ্ধান ও কুমারী মূর্ত্তির প্রকাশ)

মহারাজ, ঐ, ঐ যে এসেছে; আমার পাগলী মেয়ে—কন্যা-কুমারী--

কৃষ্ণ—কোথায় সাধক—ওযে মা জগদ্ধাত্রী !

(কুমারী মূর্ত্তির অন্তর্দ্ধান ও জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তির প্রকাশ)

মায়ের সে মূর্ত্তি তুমি দেখতে পারছো না ?

রাম—দেখতে চাইনা আর কোনও মূর্ত্তি আমি মহারাজ। আমি পেয়েছি, এতদিন পরে আমার দামাল মেয়ে, আমার দুষ্টু মেয়ে এসেছে

(জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তির অন্তর্দ্ধান ও কুমারী মূর্ত্তি প্রকাশ)

মহারাজ ঐ দেখুন দেখুন—কেমন হাসছে কেমন—

"অধরে মধুর হাসি বিজলী চমকে,
রূপে তার শতচন্দ্র কিরণ ঝলকে,
চক্ষে তাঁর করুণার মুক্তধারা ঝরে,
চঞ্চলা কুমারী মেয়ে—এ কী লীলা করে" ।

(কুমারী মূর্ত্তির মধ্যেই জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তির প্রকাশ)

কৃষ্ণ—"লীলা তার বোঝা ভার লীলা ভঙ্গিমায়—
চতুর্ভুজা দেবী মূর্ত্তি ঐ শোভা পায়,
অভয়া বরদা উমা জগদ্ধাত্রী সাজে,
মাতৃরূপে সন্তানের আঁখিতে বিরাজে ।

সেকি সাধক। তাকিয়ে দেখ, ওযে জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি—শিরে স্বর্ণ মুকুট, হস্তে শঙ্খ চক্র বরাভয়, আলুলায়িত কুন্তলা সিংহাসনা—

রাম—না—না—না ওযে আমার মেয়ে, আমার কুমারী মেয়ে, অন্ধ হয়েছ তুমি রাজা ।

(যুগ্মভাবে জগদ্ধাত্রী ও কুমারী মূর্ত্তির অন্তর্দ্ধান)

কৃষ্ণ—হতভাগ্য তুমি রামপ্রসাদ, মায়ের রাজেন্দ্রানী রূপ দেখতে পারলে না—কিন্তু আমি দেখেছি। আমি ঐ জগদ্ধাত্রী রূপের প্রতিষ্ঠা করবো, পূজা করবো—আর পুরোহিত হবে তুমি ।

রাম—ওরে পাগল, সাধক হ'লে পূজা করতাম—আমি ছেলে—আমি সেবক। পাগলী মেয়ে আমাকে ছেলে করেই রেখে গেলরে—ছেলে করেই রেখে গেল।

(গীত)

পাগলী মেয়ে বেড়া বেঁধে (আমার) মনের বেড়া বেধে নিল,
দুষ্টু মেয়ে ক্ষেপামীতে ক্ষেপার পায় বেড়ি দিল।
লোকে বলে দিগম্বরী শ্মশানে মশানে নাচে
কেউ বা বলে রাজেন্দ্রানী, তাঁর দয়াতে বিশ্ব বাঁচে;
ক্ষেপা প্রসাদ বলে কাজ কি বেঁচে
কাজ কি মায়ের প্রসাদ যেচে,
আমি চোখ রাঙায়ে বাঁধবো মেয়ে—
(সেই) বেড়াতে যা সে বেঁধে ছিল।

(গান গাহিতে গাহিতে চলিয়া যায়)

(ধীরে ধীরে—প্রভাতের আলো ফুটিয়া ওঠে—
নেপথ্যে—গীত—)

"জবা কুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং
ধ্বান্তারিং সর্ব্ব পাপঘ্নং প্রণতোস্মি দিবাকরং।

(গোপালের প্রবেশ)

গোপাল—মহারাজ-মহারাজ এই যে—আছেন তো?

রাজা—আছি—

গোপাল—আছেন? রাত্রে কোন নাচ, গান, পরী-হুরী—দেবকন্যা, কোন শাকচুন্নী-পেত্নী—

রাজা—সব দেখেছি—

গোপাল—দেখেছেন, দেখেছেন মহারাজ—সেও গান গাইল?

রাজা—হ্যাঁ—

গোপাল—ভালবাসলো, আপনার বুকের কাছে এসে মধুর হাসি হেসে—
বললে নয়নরস ভরপুর—

(সহসা দূরে গান শোনা যায়)

সুন্দর নন্দ কিশোর
নবীন নীরদ নীল কান্তি মনোহর
রাধিকা-হৃদয়-চোর

গোপাল—ঐ-ঐ যে মহারাজ সে এল

(রাধার প্রবেশ)

এলে রাধা—! (অগ্রসর হইয়া হাত ধরিতে যায়)

রাধা—কে-কে আপনি আপনাকে তো আমি চিনি না। আমি যাব
শান্তিপুর কৃষ্ণনগর—

গোপাল—ও হো হো-হো ঠিক ধরেছ, আমারও সেইখানে বাড়ী—

রাধা—আমিও সেইখানে যেতে চাই—

গোপাল—তা তো চাইবেই—হতেই হবে—

রাধা—হাঁ যেতেই হবে আমায় তাঁর কাছে—

গোপাল—আরে তার মানে তো তোমার কিনা, তোমার ইয়ে—মানে
আমার কাছেই তো-হেঁ তাইতো আমি বলি এসো— (ধরিতে গেল)

রাধা—একি, একি বর্ব্বরতা আপনার—

রাজা—গোপাল ভাঁড়ামী সর্ব্বত্র চলে না। দেখছ এক কুমারী কন্যা;
বল মা তুমি কেন যেতে চাও সেখানে—

রাধা—রাজ সন্দর্শনে

রাজা—আমিই রাজা কৃষ্ণচন্দ্র

রাধা—ও আপনি! আমার প্রণাম নিন মহারাজ আমি পিতৃহীনা অনাথা আপনার বন্ধু কন্যা—

রাজা—তোমার পিতৃ পরিচয়?

রাধা—আমার বাবা ছিলেন কাঞ্চীনগরের রাজা।

রাজা—ও কাঞ্চী-রাজকন্যা তুমি? বেশ চল মা; আমি তোমার সংবাদ পূর্ব্বেই পেয়েছি, তুমি চল আমার সঙ্গে—

রাধা—চলুন বাবা— (উভয়ে প্রস্থানোদ্যত)

রাজা—চমৎকার গোপাল—এ তোমার স্বপ্ন না নেশা— (রাধা সহ প্রস্থান)

গোপাল—তাই ভাবছি স্বপ্ন না নেশা—না তাল বেতালের কারসাজী—আর ছাই কারসাজীতো এই মেয়েটারও কম নয়—কাল রাতে যখন দেখা, ভাবে গদ গদ—আজ সকালে একেবারে চিনতেই পারলে না।—অথচ—রাজাকে বলতে হবে এ মেয়ে সতী না অসতী? হুম্—সোজা কথা নয়—বেশ বাঁকা—তবে আমিও গোপাল ভাঁড়—বিষম বাঁকা, আমিও সহজে ছাড়ছি না—দেখি কত দূর গড়ায়॥ (প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য—পথ

[কামরূপ রাজকুমার জয়ন্ত ও তাহার বয়স্য চারুদত্তের প্রবেশ]

জয়ন্ত—যাক্—শেষপর্য্যন্ত বাংলাদেশে পৌছন গেল। কোথায় সেই কামরূপ আর কোথায় কৃষ্ণনগর।

চারু—তা কি করবে বল। তোমার হবু পত্নী যে এখানেই তোমার জন্য বরণ ডালা নিয়ে বসে আছেন—গুরুদেব তো তাই বলে দিয়েছিলেন না?

জয়ন্ত—হেঁ—বলেছিলেন কৃষ্ণনগরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছেই থাকবেন কাঞ্চী রাজকন্যা--

চারু—তবে এখন চাই রাজ সন্দর্শন—

জয়ন্ত—কিন্তু রাজবাড়ী যাব কোন পথে—পথে ছাই কেউ নেইও যে জিজ্ঞেস করি—

(দূরে গান শোনা যায়)

চারু—ঐ—ঐ যে তোমার কেউ আসছে জেনে নেও—

জয়ন্ত—(দূরে দেখিয়া) ওরে বাবা—ও যে সেই পারঘাটের মেয়ে। উহুঁ ও মেয়ে টেঁয়েকে জিজ্ঞেস করতে আমি পারব না।

চারু—অথচ এসেছ মেয়ে পরখ করতে—আচ্ছা, সেটা না হয় আমিই করবো। এসো একটু গা ঢাকা দিই— (পার্শ্বে অপেক্ষারত)

[স্নানান্তে ফুলের সাজি হাতে বৈষ্ণবী ব্রজগোপী গান গাহিতে গাহিতে পথ ধরিয়া যায়—]

ঘরবাসী আর হব না্‌ক ঘুরবো ব্রজের পথে পথে,
ব্রজের ধুলো নেব সাথে কানুর চরণ রেণু তাতে।
কলঙ্ক মোর পঙ্ক তিলক
মাখবো সারা অঙ্গে এবার;
কুলে কালি দেবো ব্রত নেব
কানুর রাতুল চরণ সেবার।
আমার লজ্জা সরম মান অভিমান
রাই মোহনে করবো গো দান,
হয়তো তবেই পেতে পারি
শেষের ঠাঁই ঐ চরণেতে।

চারু—শুনছো ও বৈষ্ণবী

ব্রজ—বৈষ্ণবী কেন বোলছো, ঠাকুর, বল সেবাদাসী—

জয়ন্ত—এঁ্যা—নিজেই বলে সেবাদাসী—কার কর সেবা ?

ব্রজ—যাকে পাই তারই করি সেবা—এই যে তোমারা ঐ নদীর ধার থেকে ঘুর ঘুর করে পেছন পেছন আসছ—বাঁকা নজর, চোখা হাসি সব দেখেছি প্রভু—এখন সেবা যদি করতে পারি—

চারু—আচ্ছা তবেতো—

জয়ন্ত—আঃ—না, না, শোন আমরা রাজবাড়ী যাব—

ব্রজ—রাজবাড়ী—সেখানে তো সেবাদাসী পাবে না, তবে দাস দাসী আছে অনেক, এই পথে সোজা গেলেই দেখবে—রাজবাড়ী ; যদি প্রয়োজন মেটে ভাল, নইলে ঐ দিকপানে যে পথটা বেঁকে গেছে, তা দিয়ে গেলে পরেই এই ভিখারিনীর ঘর—ব্রজগোপীর কুঞ্জ—গোঁসাইজী থাকেন বারঘরে—যেও সেবা করে ধন্য হবো। চলি এঁ্যা—

'কুলে কালী দেবো ব্রত নেব
কানুর রাতুল চরণ সেবার······
এসো কিন্তু—

চারু—(মৃদুহাস্যে) নিশ্চয়—

— পটক্ষেপ —

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য – ব্রজগোপীর কুঞ্জ

[আজু গোসাঁই একমনে কবিতা রচনা করেন।—শান্ত চেহারা, দুষ্টুমী ভরা চোখ—কবিতা লেখেন—দেখেন আর কাটেন। তাঁর অজ্ঞাতে ব্রজগোপী আসে এবং পাখা লইয়া হাওয়া করিতে থাকে। আজু আপনমনেই লিখিত কবিতা পাঠ করেন]

আজু—ও ললিতে আঁধার রাতে কোন নাগরের তরে,
অভিসারে চলে দূতী তবু ডরে মরে।

ব্রজ—হুম্ অভিসারে আবার ডর, অমন কীর্ত্তন নাই লিখলে কবি—তরজা লেখো তাই ভাল, কেত্তনে আর হাত দিওনা।

আজু—কে আমার ললিত লবঙ্গ লতে! এসো—কিন্তু উহুঁ ও পাখা নয়, পাখা নয়, তুমি ব'সো আমার সামনে রাই বেশে আমি দেখি আর লিখি :—
মরি মরি মরি ওরূপ নেহারি রতিরাগ জাগে মনে—
আহা রাই বেশে এসো ব্রজ, যাও—

(ব্রজগোপী চলিয়া যায় আজু লিখিতে থাকে ও গাহিতে থাকে)

মরি মরি মরি ওরূপ নেহারি, রতি রাগ জাগে মনে,
ভয় হয় হেরি কামের এ মুরতি কোপ জাগে ত্রিলোচনে

(ভারতচন্দ্রের প্রবেশ)

ভারত—তা সত্য কবি,—অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুন,
কোন গুণ নাই তাঁর কপালে আগুন—
নিজেতো কামদেবকে পোড়ালেন কিন্তু বলি পুড়লেনও তো! এক রূপে

নয়, রূপে রূপে মা তাকে কি কম শাস্তি দিলেন ; পায়ের নীচে ফেলে, ভিক্ষে করিয়ে শব কাঁধে পাগল নাচ নাচিয়ে ভুগিয়েছেনও অনেক।

আজু—তা' শক্ত মেয়ের হাতে পড়লে অনেকেই—এইযে দেখুন না কেমন কঠিন মেয়ে— (ব্রজগোপীর প্রবেশ)

ভারত—চমৎকার ! তাই তোমার কলমে অমন আদিরস ফোটে আজু !

আজু—পায়ের ধুলো দিন ঠাকুর, বিদ্যেসুন্দরে যে রস ঢেলেছেন, উঃ—

ভারত—তবু তো আমার ব্রজগোপী ছিল না—

আজু—কিন্তু গোপী আছে নিশ্চয় রায় গুণাকর, রসসিন্ধু না হলে রস আসবে কোথা থেকে ?

ভারত—রসসিন্ধু ! এখন নাও তোমার রসসিন্ধু এগিয়ে এসেছে হাবুডুবু খাও।

আজু—তা—ওগো আমার রসবতী তোমার রূপের গাঙ্গে ডুবতে দাও

ব্রজ—উহুঁ,—রূপের গাঙ্গে—রস তরঙ্গে—যৌবনের এই ডিঙ্গা বাও

(নেপথ্যে—আজু—ও আজু—)

আজু—কে—পিসিমা ? আসুন—আসুন—

(পিসিমা, রাধা ও চাঁপার প্রবেশ)

পিসি—ও কিরে, রাই নিয়ে বসে আছিস যে—

ভারত— পিসিমা, তাইতো আজু বলে এ ব্রজগোপীর কুঞ্জ—

(ব্রজ গোপীর দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকে রাধা)

ব্রজ—ওকি, তুমি কি দেখছ ভাই—তুমিকে ?

রাধা—আমি অনাথা, এসেছি রাজার আশ্রয়ে ; কিন্তু তোমার ও রূপ আমার বড় ভাললাগে ; দেবে আমায় ঐ বনমালা, অমনি ফুলের গহনা, নীলসাড়ী

পিসি—আমরণ ! জানা নেই শোনা নেই ভিক্ষে মাগতে সুরুকরলো, অথচ গোপাল বল্লে রাজকন্যা ! যাক বাবা আমার অন্যকথায় কাজ নেই—

ভারত—তা এরা কারা পিসিমা ?

পিসি—এটী আমার বোনঝি চাঁপা, বড় ভালমেয়ে আর এ বাপমা-মড়া এক অনাথা, অতিথি হয়ে আশ্রয় নিয়েছে মন্দিরে। চল, চল চাঁপা বেলা হল; বলছিলাম আজু, কাল সন্ধ্যেবেলা একটু নাম কীর্ত্তন করবে মন্দিরে—

আজু—কেন শুনতে সাধ হয়েছে? তা আমার রাইকে সুধাও—

পিসি—ওলো রাই—কানুকে তোর হুকুম দে—

ব্রজ—কানু বড় ঢিট গো পিসি. ও শুধু,
ইতি উতি চায়—পরাণ দহায়—পালায় আমায় থুইয়া,
আমার কানুয়া আন ঘরে যায় আমার আঙ্গিনা দিয়া

পিসি—চল চল, আর ঢং দেখতে পারি না—। আয়রে চাঁপা—তা যাস কিন্তু আজু কাল নবরাত্র সুরু—প্রতিপদে একটু কৃষ্ণ কীর্ত্তন—

ভারত—তা নবরাত্রি তো শক্তির—কৃষ্ণ কীর্ত্তন কেন? রামপ্রসাদ সেনকে ধ'রে কালী কীর্ত্তন করাও পিসি—

পিসি—তা বটে—তবে—ও বড় কাঁদে!—হাসবে, নাচবে, গাইবে, তা না শুধু কান্না—আর কান্না! চল্ চল্ চাঁপা বেলা হল। (উভয়ের প্রস্থান)

আজু—ও কে ব্রজ—

ব্রজ—ঐ তো তোমার গোপালের আনা রাধা—

আজু—গোপালের রাই! তবে (সুরে) "এবার গোপাল কবি হবে।
কপির লাঙ্গুল লাগলো পিছে
এবার গোপাল খাবি খাবে—
এবার গোপাল কপি হবে—"

গোপাল গিন্নির দুঃখ মিটবে, তার গোপাল কবি হবে বলে আসিস—

ভারত—কিন্তু আমি?

আজু—তোমার আছে বিদ্যা বাইরে, আর অবিদ্যা ঘরে; বাইরের বিদ্যা সুন্দরকে দিয়েছ অবিদ্যায় তুমি অসুন্দর হবে না; জগৎজোড়া নাম

হবে তোমার, আর কবিতা লিখতে হবে না—ঐ বিদ্যাসুন্দরই তোমাকে অমর করবে—যদি ঐ রকম একটুও লিখতে পারতাম—

ভারত—নাঃ—নিজের স্তব আর শোনা যায় না, পালাই— (প্রস্থান)

আজু—এবার রাই—

ব্রজ—কি গোঁসাই—

আজু—চল ঘরে যাই—

ব্রজ—না না কাজ নাই – তুমি বসো আমি তোমায় দেখি। তুমি লেখো আমি তোমার সেবা করি ; ঠাকুর লেখো--

আজু—তবে তুমি গাও আমি লিখি—

রাই কয় নাই মোর অন্য কোন কাম,
কামেরে দিয়াছি বলি গো—

ব্রজ –(সুর) কামেরে দিয়াছি বলি গো—

আজু –(সুর) এখন পূর্ণ মনস্কাম –

দেহ দিয়া দেহ বাঁধি মন দিয়া মন,
শিরের এ কেশ দিয়া বাঁধি ও চরণ,

ব্রজ –(পায়ে মাথা রাখিয়া) শিরের এ কেশ দিয়া বাঁধি ও চরণ;

আমার মরণ যেন হয় গো প্রভূ,
এই কলঙ্কের দিঘির জলে শুনগো সুঠাম।

(জয়ন্ত ও চারুদত্ত অলক্ষ্যে প্রবেশ করিয়া এই দৃশ্য দেখে)

দ্বিতীয় দৃশ্য—রাজ পথ

[জয়ন্ত ও চারু দত্ত—উভয়ের চোখে মুখে কৌতূহল ও উৎকণ্ঠা]

জয়ন্ত—না হে চারু দত্ত—ও সেবাদাসীই হোক আর দেবদাসীই হোক, নিশ্চয় খাঁটি লোক—নইলে অমন শ্রী, অমন পবিত্র ভঙ্গী—

চারু—তা তো বটেই—তবে·· আমরাই কি সব অপবিত্র না কি? যাক্ বুঝলাম যে এইটাই রাজপুরী—এখন যাওয়া যাবে কি করে—শুনলাম মেয়েও একটী হাজির হয়েছে কাল সকালে, হয়তো সেই হবে—কিন্তু এখানে সে কেমন করে এল—আর এখনও সে সতী না অসতী?

জয়ন্ত—এ তোমাকেই জানতে হবে চারুদত্ত—মেয়ে যাচাই ও আমি পারব না।

চারু—আমিই বা কোথায় পারি বন্ধু? এই তো সেবাদাসী—

জয়ন্ত—ও বড় কঠিন ঠাঁই চারুদত্ত,—ও কলঙ্ক দিয়ে কানাই কিনতে চায়—কুলে কালি দিয়ে দেব-সেবার ব্রত নিতে চায়, ও বড় কঠিন ঠাঁই। এ তুমি পারবে—তোমাকে এ কাজ করতেই হবে—

চারু—তবে বন্ধু একটী কাজ করতে হবে।

জয়ন্ত—কি?

চারু—তুমি হবে চারুদত্ত আর আমি হব জয়ন্ত; রাজপুত্র সেজে মেয়ে পরখ করবার সুযোগ হবে, নইলে বন্ধু যদি বাইরে ঠাঁই পায়—বিশ্বাস হয়তো? শেষে আমিই না—

জয়ন্ত—তা—তাবটে, তাহলে আমিতো বাঁচি—একে বিদেশী, তাতে রাজবাড়ী—তাতে মেয়ে মানুষের দল—তায় আবার সেই মেয়ে যাচাই! না, না—তুমি হবে জয়ন্ত আমি চারুদত্ত। এখন যাচাই কর সে মেয়ে—

চারু—সতী না অসতী—সতী না অসতী—

("সতী না অসতী" বলিতে বলিতে বিপরীত দিক হইতে অন্যমনস্ক ভাবে প্রবেশ করে গোপাল)

চারু—হেঁ্য-হেঁ্য—বলতে পারেন, সতী না অসতী—

গোপাল—কে—কে ? কে সতী না অসতী—

চারু—ঐ যে সেই মেয়ে—

গোপাল—কোন মেয়ে হে—কোন মেয়ে ? রাজপুরীর সীমানার মধ্যে এসে বলছো ঐ মেয়ে ! মানে—কে ? রাজকন্যা—রাজরাণী ?

জয়ন্ত—এই সেরেছে, না মশাই আমি বলছি—ঐ ঐ যে মেয়ে—ঐ দিকপানে গিয়ে একটা কুড়েঁতে থাকে, নদীর পারে—

গোপাল—ও ব্রজগোপী—

চারু—হেঁ্য হেঁ্য, বল্লে সে সেবাদাসী—

গোপাল—আরে রাম ! ও এক কীর্ত্তনিয়ার সেবাদাসী, লোককে বলে কীর্ত্তনিয়া আজু তার সোয়ামী ; মরণ ঐ সোয়ামীর, কণ্ঠী বদলে সতী হয়েছেন ; এর আবার প্রশ্ন সতী না অসতী—

চারু—ও তা মশাইর নাম ?

গোপাল—গোপাল চন্দ্র নরসুন্দর।

চারু—সুন্দর নাম—আর তেমনই সুন্দর চেহারা।

গোপাল—সুন্দর চেহারা ? 'নয়ন রস ভর পুর'—

চারু—তা' মশাইর পরিচয়— ?

গোপাল—মহারাজাধিরাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ চন্দ্র বঙ্গাধীপবয়স্য গোপাল চন্দ্র—

চারু—ও ! মশাই কি সেই গোপাল ভাঁড় ?

গোপাল—(উত্তেজিতভাবে) মানে ?

চারু—সেই বিশ্ব বিখ্যাত বিশ্ববিশ্রুত চতুর চূড়ামণি, বিদ্যাবুদ্ধি-শিরোমণি নরসুন্দর ধূর্ত্তাধিপ শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র ভাঁড়।

গোপাল—বাঃ বাঃ—আমায় ঐ পুরো নামটা লিখে দিও কিন্তু, এখন বল তোমরা কি চাও—আমি করে দেব—তোমরা বড় ভাল, বড় ভাল।

জয়ন্ত—একটু আশ্রয়—

গোপাল—কে তোমরা—?

চারু—আমি কামরূপ রাজপুত্র জয়ন্ত আর ইনি আমার বয়স্য চারুদত্ত—তবে আপনার মতন বুদ্ধি নেই বরং একটু খাটো।

গোপাল—ও আপনাদেরই আসবার কথা ছিল—কাশ্মীরাজ কন্যার পাণী পীড়নে না—না—মানে পাণী গ্রহণের জন্য—

জয়ন্ত—হে—হে—

চারু—কিন্তু গোপনে তার চরিত্র—

গোপাল—জানতে চান সে সতী না অসতী।

চারু—হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু কি করে জানলেন আপনি সে কথা?

গোপাল—ঐ তো, ঐ খানেই তো বুদ্ধি, তাই আমি গোপাল—শুধু আপনাদের দেখেই চিনেছি আপনি জয়ন্ত আর ইনি—মানে—মানে

জয়ন্ত—চারুদত্ত।

গোপাল—হ্যাঁ—মানে আপনার বয়স্য, তবে বুদ্ধিতে একটু খাটো—

চারু—আপনি সত্যই তীক্ষ্ম বুদ্ধিশালী,—এখন আমাদের পরামর্শ দিন—

গোপাল—দেখুন, একাজ নিতান্ত সঙ্গোপনে ও কৌশলে করতে হয়—অবশ্য যার নামে একথা ওঠে—যে সতী না অসতী, তাকে অসতীই ধ'রে নিতে হবে—

জয়ন্ত—না—না—তবু একবার আমাদের দেখাও তো কর্ত্তব্য—দেখতে একবার হবেই—

গোপাল—নিশ্চয়, তাছাড়া বন্ধু যখন আপনার বুদ্ধির ওপর নির্ভর করছে—অবিশ্যি বুদ্ধিটা একটু খাটো। তবে শুনুন—আপনারা ঐ মন্দির বাড়ীতে অতিথি হোন। ঐখানে ঐ পিসিমার কাছেই আছেন সেই রাজকন্যা—। হ্যাঁ আর একটী মেয়ে মানে তা (এক মতলব ভাবিতে ভাবিতে) বাইরে অবিশ্যি একজন মালাটালা গাঁথে, সে বাজে—একজন দরিদ্র—অতি দরিদ্র। আসল যে রাজকন্যা তিনি থাকেন ভিতরে, গোপনে পিসিমার কাছে—

চারু—তা আপনি যদি একটু ব্যবস্থা করে দেন।

গোপাল—নিশ্চয়, নিশ্চয় করে দেবো—আপনারা স্নানাদি সেরে অতিথির বেশে আসুন মন্দিরে। সন্ধ্যা-আরতির সময় রাজা স্বয়ং থাকবেন, আমি থাকবার ব্যবস্থা করে দেব— (উভয়ে প্রস্থানোদ্যত)

চারু—তাহলে ঐ মন্দিরের অন্দর মহলে থাকেন রাজকন্যা—

গোপাল—নিশ্চয়, শুনুন বাইরে যে মেয়েটী থাকে-সেতো সামান্যা, আসল রাজকুমারী থাকেন ভিতরে—অন্দর মহলে—

(দুজনে একদিকে ও গোপাল অন্য দিকে চলিয়া যায়)

তৃতীয় দৃশ্য—গোপালের ঘর

[সর্ব্বাণী দেবী— ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া এদিক ওদিক দেখে]

সর্ব্বাণী—হাড় হাবাতে মিনসে—বলি আগে তবু ঘরের দিকে মন ছিল—দুদণ্ড ঘরে টেকঁতো—কিন্তু ঐ যে কি বলে তাল বেতালের তালিম দিতে গিয়েছিলো বুড়ো—তারপর থেকে যেন ভীমরতি হয়েছে—দিন নেই রাত নেই—ঐ রাজসভা, রাজবাড়ী, রাজমন্দির—ঘুরঘুর করেই মরছে

—মাগীমুখো মিনসে নাকি সেখানে ঐ চাঁপা আর রাধা, রাধা আর চাঁপা নিয়ে রসে হাবু ডুবু খাচ্ছে – একবার এলে হয়—

('নয়ন রস ভরপুর' গাহিতে গাহিতে গোপালের প্রবেশ)

এই যে রসে ভরপুর হয়েছো, এবার তোমায় রসে ডোবাই এসো—

গোপাল—কে সর্ব্বাণী—গর্ব্বাণি মোর, পুত্রের গর্ভিণী—কোরবানী করিতে কেন চাও গুণমণি। ওরকম চোখ মুখ করে এরকম বিকট শব্দ ক'রে তোমার রসিকতাতো আমার ভাল লাগে না গিন্নী মণি—

সর্ব্বাণী—মরি মরি, আর মণি, মণি করতে হবে না। যে মণি হারা ফণী হয়ে আমাকে দংশাচ্ছো, সেই মণিকে কর তোমার হৃদয় মণি—

গোপাল—আ-হা কি সুন্দর রসালাপ—তাইতো রাজাকে বলছিলাম দ্রৌপদীও ষষ্ঠে ভজে… আমায় ভজে গিন্নি,
একমাত্র স্বামী তার সত্য পীরের সিন্নি—হাঃ—হাঃ—

সর্ব্বাণী—পোড়ার মুখে হাসতেও লজ্জা ক'রে না – একবার ঘর মুখো টান নেই – শুধু বার মুখো—

গোপাল—বার মুখো—কে—কে বলেছে ? আজ্ না ব্রজগোপী—না কে ?

সর্ব্বাণী—আমি—আমি বলছি। ঐ মন্দিরে কে সব লীলা করছেন চাঁপা, রাধা, সোহাগী, আবাগী, কত হাড় হাবাতী—তাদের কাছে তোমার দরকার ?

গোপাল—ও—এই কথা—রাজনীতি, রাজনীতি—গিন্নী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশ ওদের পরখ করতে হবে—একমাসের মধ্যে মহারাজকে বলতে হবে ঐ নারী—ঐ যে রাধা, ও সতী না অসতী। আ-হা 'নয়ন রসে ভরপুর'—সেই প্রশ্নের জবাব দিলে রাজা হবেন বেতাল সিদ্ধ—

সর্ব্বাণী—হোকগে, আমার কি ?

গোপাল—তোমার—? রাজা বেতালকে বলবে যে—বেতাল এখনই সর্ব্বাণী ঠাকরুণের আট তালা বাড়ী চাই—চাই শাড়ী, গাড়ী, দাস, দাসী, মুক্তার মালা, মতীর লহরী, জসম-তাবিজ চন্দ্রহার, বেনারসী জোড়াচার, সিঁথি আংটী নাকের নত্—

সর্ব্বাণী—থামো থামো এই নাকখৎ; তোমার বচনেই আমার প্রাণ ঠাণ্ডা—

গোপাল—বিশ্বাস হচ্ছে না? হচ্ছে না তো? রাজাকে জিজ্ঞাসা ক'রে এসো—নইলে তিনটে দিন অপেক্ষা কর—চিচিং ফাক হবে; এই গোপাল বলে দেবে ওর কি চরিত্তির—বাস্ বেতাল সিদ্ধি—

সর্ব্বাণী—সিদ্ধি খেয়ে বুদ্ধি বাড়ে—তাইতো নাকে দড়ি— (প্রস্থান)

গোপাল—ও গিন্নি—গিন্নি গো—শোন—এখন কি যে করি—(চেঁচাইয়া) উঃ—না গলায় দড়ি—না—না ঐ গঙ্গায় ডুবে মরি—যার চরিত্রের উপর স্ত্রীর সন্দেহ, তার ডুবে মরাই ভাল না—না— (প্রস্থান)

(সর্ব্বাণীর প্রবেশ)

সর্ব্বাণী—সর্ব্বনাশ—ও বৌমা—বৌ—মা—

(বৌমার প্রবেশ)

বৌমা—কি মা—

সর্ব্বাণী—কি যে দিন রাত কালোর সাথে ফুস্থর ফুস্থর কর বাছা—আমাদেরও তো বয়স ছিল—কিন্তু দিনে কখনও ছায়া মাড়াইনি তাতে কি প্রেমে মরচে ধরেছে—আজওতো দুজনে দুজনকে না দেখলে—যাক্ তুমি যাওতো একটু ঘাটে—শ্বশুরের কাপড় গামছা নিয়ে—বলে এসো মন্দিরে পিসিমা প্রসাদ খেতে বলেছেন—যাও না বাপু (বৌ যাইতেছিল) হেঁ্যা আর বলো আমি স্বপ্ন দেখেছি—যেন তোমার শ্বশুর এক গলা জলে হাবুডুবু— ডুবে গেল মাগো—কি হবে গো (ক্রন্দন)

বৌমা—মা—ও মা—

সর্ব্বাণী—আঃ যাও—বল গিয়ে যেন আজ জলে না নামে— (বৌর প্রস্থান)
উঃ মা গঙ্গা—দোষ নিওনা স্বামী নিন্দার শাস্তি—

(ব্রজগোপীর প্রবেশ)

ব্রজ—এই যে বৌঠান

সর্ব্বাণী—কে—ব্রজ—

ব্রজ—হা—কিন্তু চোখে জল কেন ?

সর্ব্বাণী - ও কিছু নয়—তুই যে সকালে—

ব্রজ—একখানা গান গাইতে—

সর্ব্বাণী—না বাপু, গান শোনার এখন আর সময় নেই—

ব্রজ—সে কি কথা বৌঠান--একটু শোন তো—আমার কর্ত্তাদাদা তো ঘাটে গেল—আগে ফিরে আসুক—

সর্ব্বা—ফিরে আসবে না কেন রে মাগী—শুনি ?

ব্রজ—না—না—ফিরবে বৈকী—ফিরলে এই পুঁথী খানা তাকে দিও—

সর্ব্বা—কিসের পুঁথী ?

ব্রজ—তুমি বলতে না যে আমার গোঁসাই ঠাকুর দিনরাত আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে বলেই অমন গান বাঁধতে পারে—চরিত্তির নষ্ট হলে তবে নাকি কাব্যি লেখা যায়—তাই আমার গোঁসাই আজ এই পুঁথী পাঠিয়ে দিলেন, সব সাদা কাগজ—বল্লে বৌঠানকে বলে আয়, এবার কর্ত্তা দাদা কবি হবে—চরিত্তির টলমল করছে আর দিন রাত দেখবার মুখও ধরা দিয়েছে, বুঝলে—"এবার তোমার গোঁসাই কবি হবে"

সর্ব্বা - হুঁ—হুঁ—বুঝেছি—এসেছো কোন্দল ক'রতে

ব্রজ—রাধামাধব, আমার গোঁসাইঠাকুরের দিব্যি আমি নির্দ্দোষ, তবে দুঃখ—

'আমার কানুয়া আন ঘরে যায় আমারই আঙ্গিনা দিয়া—

চলি, প্রণাম হই। (প্রণামান্তে পুঁথী রাখিয়া প্রস্থান)

সর্ব্বা—হুম্ আচ্ছা আচ্ছা—

(গোপালের প্রবেশ)

গোপাল—'নয়ন রস ভরপুর'—এই যে গিন্নী আবার বৌমাকে পাঠিয়ে জলে নামতে বারণ করলে কেন ?

সর্ব্ব—(পুঁথী দেখাইয়া) এই জন্য, এই পুঁথী গলায় বেঁধে জলে গিয়ে ডোবো।

গোপাল—কিসের পুঁথী ?

সর্ব্ব—আজু গোঁসাই পাঠিয়েছেন—নতুন মুখ দেখবে আর তার মত গান বাঁধবে ; যাও যাও সেখানে ; আমার কপাল তো পুড়েছে— (প্রস্থান)

গোপাল—এই সেরেছে—যত সব—বৌ-মা, অ-বৌ-মা ···

(পুত্রবধুর প্রবেশ)

কি ব্যাপার, পিসির বাড়ীতেতো নেমন্তন্ন বল্লে—তা ঘরে সব আছে তো ? না তোমাদের উপোস, তাই একটা নেমন্তন্ন জুটিয়ে—

বৌ—না, না—মা কি আর রাগে রাগে রান্না টান্না বন্ধ করেছেন, তা নয়। সত্যি আপনাকে পিসিমা পেসাদ খেতে বলেছেন—আমাদের ঘরে নটে শাক, চালতের অম্বল আর চিংড়ি মাছ ভাজা—

গোপাল—চিংড়ি মাছ ? আনতো আনতো এক মুঠো—

বৌমা—এখানে –

গোপাল – হ্যাঁ হ্যাঁ, আন না— (বৌর প্রস্থান)

রাজকন্যে থাকে ভেতরে আর বাইরে যে থাকে সে এক বাজে মেয়ে—হা, হা,—পিসিকে রাজী করাতেই হবে, তবে পিসি যা বেয়াড়া—কিন্তু বসো পিসিমার এবার বাবার নাম ক'রে আমার কথা শুনতে হবে—

(চিংড়ি মাছ লইয়া বৌর প্রবেশ)

বাস এই কপড়ের আচলটায় বেঁধে দাও—হুম—জয়দুর্গা, চল্লাম—জয়দুর্গা 'নয়ন রসে ভরপুর'— (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য—দরদালান

[পিসিমার কক্ষের বহির্ভাগ—পিসিমা দাঁতে খড়িকা দিতে দিতে কথা কয় ও মাঝে মাঝে গোপালের উদ্দেশ্যে বাহিরের দিকে তাকায়]

চাঁপা! তুই এখন খেয়েনে—গোপাল কখন আসবে তার ঠিক নেই, তুই কেন উপোস ক'রে মরিস মা—আর ঐ রাধা ঠাকুরুণ, গেলাকুটো ক'রেছেন না এখনও পূজো নিয়ে মত্ত—

(নেপথ্য হইতে—"আচ্ছা পিসিমা")

গোপাল—এই যে পিসিমা আমি এসেছি—

পিসি—এসেছো, ধন্য করেছো, নেও এখন দুটো প্রসাদ খেয়ে আমাকে কেতাত্থ কর। আচ্ছা বলতো এত বেলা ক'রে—ওরে ও চাঁপা গোপাল এসেছে পেসাদটা না হয় এখানেই দিয়ে যা—

গোপাল—আর বোলো না পিসি—তোমার বৌর সেকি রাগ, কী দর্প—

পিসি—নে, নে—আর বুড়ো বয়সের কেলেঙ্কারীর কথা বলিস না; নাও এখন এখানেই খেয়ে নেও, ওদিকে ঘরদোর সব ধোয়া মোছা হচ্ছে।

(চাঁপা আসন ও ভাত লইয়া প্রবেশ করে)

চাঁপা—বোসো গোপাল দা। (ভাত দিয়া চলিয়া যায়)

গোপাল—চমৎকার, যাক আজ একটু পেট ভরে বামুনের পেসাদ খেতে পারবো—তা পিসি প্রসাদ তো পেতে পারি অনেক বাড়ী কিন্তু তোমার হাতের রান্না! আহা হা—

পিসি—আচ্ছা আমি মুখটা ধুয়ে আসি গোপাল তুই ততক্ষণ খা— (প্রস্থান)

[গোপাল ভিতর পানে তাকাইতে থাকে হঠাৎ বিষম খাওয়ার মতন কাসিতে থাকে এবং ইসারায় রাধাকে ডাকে—রাধা প্রবেশ করে]

গোপাল—একটু নুন দিতে পার ?

[রাধা সম্মতি জানাইয়া চলিয়া গেলে আঁচলের চিংড়ী মাছ লাউএর ঘণ্টে মিশাইয়া দেয় ; রাধা প্রবেশ করিয়া নুন দিতে গেলেই গোপাল রাধার হাত ধরে, রাধা মাথায় এক চাঁটি মারে এমন সময় পিসি প্রবেশ করে গোপাল কাসিতে থাকে এবং রাধা চলিয়া যায়]

পিসি—ওকি—একিরে— ?

গোপাল--বিষম লেগে মরেছিলাম পিসি ভাগ্যিস রাধা হাত দিয়ে মাথাটা থাবড়ে দিলে—

পিসি—ও-আমি বলি কি—কিন্তু হাতটা ধ'রলে কেন গোপাল ?

গোপাল—এ্যাঁ—এ্যাঁ তা—তা দেখনা কতটা নুন—

পিসি—হুম্—এসব ভাল না গোপাল, বুড়ো বয়সে এসব রোগ—

গোপাল—সেকি পিসি ! তা-তা—আর পিসি বুড়ো বয়সে নানান রোগ তো হয়ই—নইলে তোমাব হ'ল কেন ?

পিসি—আমার ?—আমার কিরে অলপ্পেয়ে—

গোপাল—হুম্, মানে তাতে আমারই লাভ হয়েছে - আমিই জিতেছি—

পিসি—মানে তোর লাভ—বলিস কি আমি না তোর পিসি—

গোপাল—তাইতো তোমার প্রসাদে এত লোভ ; এত ভাল লাগে তোমার পাতের এই লাউচিংড়ি—

পিসি—লাউচিংড়ি ?—ওরে, ওরে হতভাগা আমি যে বিধবা—বামুনের বিধবা লাউচিংড়ি কিরে ?—

গোপাল—আহা হা চেঁচাও কেন—ও বুড়ো বয়সে অমন দুএকটা রোগ হয়। এই, এই দেখ না এই চিংড়ি—এই চিংড়ি—এই চিংড়ি—

(চাঁপার প্রবেশ)

চাঁপা – কি বলছো গোপালদা—চিংড়ি – ?

গোপাল—দূৎ – চেংড়ি—যা-যা—ঘরে যা, খাগে—আমার আর কিছু চাইনা ; তাই বলছি পিসি চেংড়ি ছুড়িদের জ্বালায়—

(চাঁপার প্রস্থান ও পিসির স্থানুবৎ অবস্থা)

তা পিসি, অমন কাঠ হ'য়ে গেলে কেন আমি তো আর ঢাক পেটাতে যাচ্ছি না, আর সবাইকে ব'লে আমার দরকারই বা কি ! শুধু ঐ মহারাজ —একে রাজা, তায় বামুন,—ওকে মিথ্যেটা বলা—

পিসি—ও গোপাল—ও বাবা—তুমি আমার সাত জন্মের বাবা—আমার জন্ম জন্মান্তরের বাবা—একথা রাজাকে বল্লে আমার ইহকাল পরকাল —আমার দুটো ভাত— (ক্রন্দন)

গোপাল—আরে কি মুস্কিল – না হয় নাই বল্লাম তা' তুমি কাঁদ কেন— বেশ নাও, এই নাও—এই খেয়ে শেষ করলাম—বাসন ধুয়ে দেবো— ঠাঁই নিকিয়ে নেবো—কাঁটা পুকুরে ফেলবো—বস্ – সব শেষ—কাউকে বলবো না—

পিসি – হে ! বাবা—কাউকে বলিস না—কিন্তু কি করে হ'ল—

গোপাল—ও অমন হয়, বুড়ো বয়সে—অমন দু একটা রোগ হয়, পিসি—

পিসি—কিন্তু তুই পিতিজ্ঞে কর্ একথা কাউকে বলবি না—

গোপাল—না গো না – বলবো না—কিন্তু আমায় কি দেবে— ?

পিসি—যা' চাইবি – যা' চাইবি—

গোপাল —যদি বলি তোমার বাপের মুখে—

পিসি—আঃ গোপাল—ও রসিকতা আর ভাল লাগে না—

গোপাল—তবে কাজের কথাই বলি পিসি—শোন ঐ যে রাধা—ওকে বিয়ে করতে এসেছে কামরূপ রাজকুমার জয়ন্ত। এখন ও মেয়ে তো অসতী—

নিঘ্‌ঘাত অসতী। কিন্তু মহারাজ তা পেত্তায় যাবেন না, যতক্ষণ না হাতে নাতে ধরে দিই! তাই তো অমন করি পিসি—বাগে পাই না। হ্যাঁ—তা শোনো, অথচ রাজ পুত্তুর—অমন পাত্র ছেড়ে দেওয়া কি চলে?

পিসি—তা কি চলে? কিন্তু ক'নে?

গোপাল—কেন ঐ চাঁপা—

পিসি—ওকে বিয়ে করবে কেন? শুনছিস সে আসবে কাশ্মীর রাজ কুমারীকে বিয়ে করতে—

গোপাল—আহা-হা-হা—তাইতো হলগো, ঐ চাঁপা হবে রাধা আর রাধা হবেন চাঁপা—বুঝেছ? রাজ কুমারকে অন্দরে এই ঘরে থাকতে দিও—আর তার সঙ্গী মানে ঐ চাকর টাকর যে আসবে, থাকবে বাইরে,—আর ঐ রাধাও থাকবে বাইরে। বাইরে বাইরে ভালবাসা হয়ে যাবে—ঐ চাকরের ভাগ্যে প'ড়বে রাধা আর বেড়ালের ভাগ্যে সিঁকে ছিঁড়বে—চাঁপা পাবে রাজকুমার জয়ন্তকে। রাজ কুমারের সঙ্গে চাঁপা যদি একটু মানে—ইয়ে ক'রে নেয়—

পিসি—ইয়ে কিরে—

গোপাল—ঐ তো—ঐ তো পিসি-বয়েস তোমার ও ছিল—আমারও, ভুলে গেলে চলবে কেন—পিসের সঙ্গে একটু আধটু ইয়ে করতে না—

পিসি—ও—মরণ তোমার—

গোপাল—ঐ—ঐ মরণ যাতে হয় তাই ক'রে, তাকে মারতে হবে—তার মাথাটা চিবুতে হবে—তুমি শিখিয়ে দিও বোনঝিটীকে—পারবে না?

পিসি—তা-তা—কত্তদিনের কথা গোপাল—

গোপাল—ও ঠিক মনে প'ড়ে যাবে—যখন রাজপুত্তুর ঘর থাকবে আর

চাঁপা সেজেগুজে কাছে যাবে তখন তোমার ঐ ইয়ের কথা ঠিক মনে প'ড়বে। তা'হলে ঠিক রইল, এঁ্যা—রাজী ?

পিসি—কিন্তু এত বড় জালিয়াতী ?

গোপাল—ক'রবে না ? সত্য পালন ক'রবে ? ভাল, আমিও সত্যি কথা—

পিসি—না-না গোপাল,—তুই—যা বলিস গোপাল—তাই ক'রবো—

গোপাল—গোপাল অতি সুবোধ বালকের মত তোমার একথাও কাউকে বলবে না পিসি—কাউকে না—। তবে সন্ধ্যে বেলায় মন্দিরে আসবে রাজপুত্তুর—এবেলা থেকেই রাধাকে রাখ মন্দিরে—আর চাঁপা যাবে অন্দরে। রাধা হবে চাঁপা—আর চাঁপা হবে রাধা—বুঝলে ? তবে চলি পিসি—আঁস বাসনগুলো—তা নিয়েই যাই,—মন্দিরে তো রাধা চলবেনা। যাই—এঁ্যা—পেন্নাম। (প্রস্থান)

পিসি—হতচ্ছাড়া হাড় হাবাতে— (প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য—বিষ্ণু মন্দির

সম্মুখে বিষ্ণু মূর্ত্তি,—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র একমনে "বিদ্যাসুন্দর" পাঠ শোনেন—ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর পাঠ করেন]

সূর্য্য যায় অস্তগিরী আইসে যামিনী,
হেনকালে তথা এক আইলা কামিনী ;
কথায় হীরার ধার, হীরা তার নাম,
গাল ভরা গুয়া পান, হাস্য অবিরাম,
চুড়া বাঁধা চুল, পরিধানে সাদা সাড়ী,
ফুলের চুপড়ী কাঁখে ফেরে বাড়ী বাড়ী।

[ধীরে ধীরে পুস্তক একটু কাত হইয়াছে, এমন সময় প্রবেশ করে গোপাল—পিছন পিছন জয়ন্ত ও চারুদত্ত]

গোপাল—আহা-হা, করেন কি ? করেন কি ? গেল যে—স—ব টুকু গেল—

রাজা—কি, কি গেল হে ?

গোপাল—আজ্ঞে ঐ রস ।

রাজা—রস ?

গোপাল—হ্যেঁ—আজ্ বলে ভারত চন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর নাকি কানায় কানায় রসে ভর্ত্তি, তা অত কাত হ'লে রস যে চলকে প'ড়ে যাবে মহারাজ ।

রাজা—(হাস্য) না গোপাল তোমাকে নিয়ে আর—

গোপাল—আর আমাকে নিয়েই শুধু নয় মহারাজ—এবার এদের নিয়েও ভুগতে হবে—

রাজা—কে এঁরা ?

গোপাল—ইনি কামরূপ রাজপুত্র শ্রীজয়ন্ত আর ইনি তাঁর বয়স্য, বন্ধু, সঙ্গী, যা বলেন, নাম কি যেন ছাই—ঐ নাম—

চারু—চারুদত্ত ।

গোপাল—চারুদত্ত—একটা বিদঘুটে নাম, আর বুদ্ধিটা একটু খাটো

রাজা—ও তুমিই জয়ন্ত ! বেশ—বেশ তা এসো এসো । রাধা কই, রাধা—

গোপাল—আঃ কি যে করেন মহারাজ ! এক অবিবাহিতা কুমারী কন্যা—আগে সব স্থির হোক—আপনার সেই প্রশ্ন—

রাজা—ও—হ্যেঁ, হ্যেঁ, তা বেশ—এঁরা কোথায় থাকবে গোপাল ?

গোপাল—কেন মহারাজ, এই মন্দিরে ; রাজকুমার পিসিমার ঘরের পাশের ঘরেই থাকবেন ; আর অন্য ঘর তো সব আটকা । বয়স্যটি না হয়—

রাজা—কিন্তু এরা আমার অতিথি, রাজবাড়ীতেই—

জয়ন্ত—না—না, আমি বাইরেই থাকবো—এই মন্দিরে—

রাজা—কিন্তু—

চারু—মহারাজের আশ্রয়ে যে উদ্দেশ্যে আমরা এসেছি তা সম্পূর্ণ ক'রতে হ'লে এখানেই—

রাজা—আমি তা জানি কুমার—আর সে প্রশ্নের উত্তরও আমি দেব—

গোপাল—মহারাজ, আজ দ্বিতীয়া, একের আপদ কেটে দুই হ'ল। কাল তৃতীয়ার চাঁদ—এদের হবে প্রথম পরিচয়; চতুর্থীর ঢালা জ্যোৎস্নায় হবে অনুরাগ, পঞ্চমীতে হবে অভিসার, ষষ্ঠীতে বোধন, সপ্তমীতে পরীক্ষা, অষ্টমীতে মিলন আর নবমীতে মহামায়ার মহাপূজায় আপনার মহাসাধনার মহাসিদ্ধি।

রাজা—যেদিন মা আসবেন ঘরে পূজা নিতে, হয় তো সেই দিনই হবে আমার পরীক্ষার অবসান। গোপাল, এদের থাকবার ব্যবস্থা করে দেও তবে—

গোপাল—আচ্ছা আচ্ছা মহারাজ— (রাজা ও ভারতচন্দ্রের প্রস্থান)
ও হে, তোমরা ততক্ষণ একটু অপেক্ষা কর। আমি তোমাদের ঘরের ব্যবস্থা করে আসছি (প্রস্থান)

[কুমার ও বয়স্য মন্দিরের বিগ্রহকে প্রণাম করিয়া ফিরিতেই দেখে রাধা ও চাঁপাকে। তাহারাও ছুটিয়া আসিতেছিল ঠাকুরকে মালা দিতে, কিন্তু দুজনেই বাধা পায়—দুজনার দৃষ্টির আঘাতে। রাধার কণ্ঠে গানের কলি—সে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া বিগ্রহের গলায় মালা দেয়।

রাধা—জনম অবধি হম রূপ নেহারিনু,
নয়ন না তিরপিত ভেল,
লাখ লাখ যুগ হিয়া হিয়ে রাখিনু,
তবু হিয়া জুড়ণ ন গেল।

(এই দৃষ্টি বিনিময়ের সাক্ষ্য হইয়া রহিল ব্রজগোপী—মন্দিরে প্রবেশ মানা বৈষ্ণবীর কণ্ঠে গান জাগিল)

ব্রজ—সখীরে —চোখের পলক আর পড়ে না,
লাজ সরমে মুই মরমে মরিয়া যাই—
আঁখি হ'তে আঁখি আর সরে না।
রাই লাজে নামায়ে নেয় মুখ,
ভাবে মনে মনে রাই, যদি চরণ দেখিতে পাই,
সেই মোর জনমের সুখ।
বারেক তুলিয়া মুখ চায় রাই ।
পাশরিয়া কানু বলে—যাই, যাই, যাই গো,
রাই কয় যেও নাকো দূর।
ও নয়ন রসে ভরপুর—

গোপাল—কই—কই রাজকুমার, আসুন—আসুন—
(সকলে সচকিত হয়—রাধা ও চাঁপা পালায়)
ও! প্রথম দর্শনেই—এই! চলুন, চলুন—আসুন—
(ভীতভাবে জয়ন্ত ও চারুদত্ত অগ্রসর হয়)

ব্রজ—উহুঁ! রাই কহে যেও নাক দূর—

গোপাল—(তীক্ষ্ণ, তীব্র ও বিকৃত কণ্ঠে) হেঁ্যা—ও নয়ন রস ভরপুর—

—পটক্ষেপ—

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—কক্ষ

[বিষ্ণুমহল—মন্দিরের অভ্যন্তর-কক্ষ। উন্মুক্ত জানালার মধ্য দিয়া দূরে আকাশে চাঁদ দেখা যাইতেছে।—চাঁপা একমনে ঐ দিকে তাকাইয়া গুণ গুণ করিয়া গান গাহিতেছিল—এমন সময় দক্ষবালা প্রবেশ করে]

দক্ষবালা—এই যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান গাইছিস্, জয়ন্ত ফেরেনি মন্দির থেকে
চাঁপা—না—
পিসি - যা ডেকে পাঠা—শোন, একটু গালগল্প,—সেবা যত্ন—
চাঁপা—পারবো না আমি ও সব। অভিনয়ের মিথ্যে পরিচয়ে তাকে ভুলিয়ে, রাধার প্রাপ্য ভালবাসা এমন করে ছিনিয়ে নিতে পারবো না আমি—
পিসি—যাকে চিনল না, দেখলো না, তার নামটা আঁকড়ে ধরবে, আর তুমি শক্ত সামর্থ্য মেয়ে বয়স কালে একটা পুরুষকে সেবাযত্ন ভালবাসা দিয়ে—মানে ইয়ে—একটু ইয়ে করতে পারবে না ? গোপাল বলেছিল তোকে সেই ইয়ে করার কথা শিখিয়ে দিতে,—তাকি ছাই হয়! মরতে ব'সে যতই কেন না পেছন পানে চাই, ঐ যমরাজের মোষের গলায় ঘণ্টাই শুনতে পাই, বাসর ঘরের শানাই আর কানে ঢোকে না। তোকে মিনতি করি চাঁপা, গোপাল এনে দিয়েছে রাজকুমারকে তোর আঁচল গোড়ায়, বেঁধে ফেল—বেঁধে ফেল, আখেরের হিল্লে হবে।
চাঁপা—তারপর যদি পরিচয় পেয়ে পায় ঠেলে—
পিসি—হায়রে কপাল! যার সঙ্গে যার মজে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম—

যদি মন মজে, যদি তুই তোকে দিয়ে তার মন ভোলাতে পারিস, তবে কি আর রাজকন্যা, আর ঘুটে-কুড়ুনির পরিচয় তা ভাঙ্গতে পারবে ! তা যদি পারে তবে অমন প্রেমের কপালে মার খেংড়া—

চাঁপা —আচ্ছা খেংড়া তুমি পরে মেরো, যাও এখন শোও—

পিসি—শুতে পারি কি ছাই—সারা রাত ব'সে ব'সে ভাবি কি হ'ল, কি হবে তোর শেষ পর্য্যন্ত। এত চেষ্টা করে ঠাকুরের দয়ায় যে সুযোগ এলো, তাতেও তোদের ইয়ে হল কি-না—

চাঁপা—ইয়ে হবে গো হবে—তুমি যাও—

দক্ষ—ইয়ে হলেই বাঁচি— (দক্ষবালার প্রস্থান)

(চাঁপা পুনরায় উন্মুক্ত গবাক্ষ পথে পঞ্চমীর চাঁদ দেখে ও গান গায়)

প্রিয়, এ প্রণয় নয় অভিনয়, নয় অভিনয়,
হৃদয় চেয়েছে নিরজনে, মনে মনে,
এ নয়ন ছুটী ও নয়ন সাথে কথা কয়।
প্রিয়, এ প্রণয় নয় অভিনয়, নয় অভিনয়—

(চারুদত্ত প্রবেশ করে ও অলক্ষ্যে দাঁড়াইয়া গান শোনে)

চারু—আমি জানি

চাঁপা—কে—(চারুদত্তকে দেখিয়া সলজ্জ ভাবে) কি জানেন ?

চারু—জানি—এ প্রণয় নয় অভিনয়, নয় অভিনয় ;—হৃদয় চেয়েছে নিরজনে, মনে মনে—এ নয়ন ছুটি ও নয়ন সাথে কথা কয়।

(সুরে) আঁখিতে চাহি আঁখি রাখিতে

চাঁপা— বাঁধিতে চাহি প্রেম-রাখীতে
মন চাহে মন বাঁধিতে—

উভয়— সে কি সব মিছে পরিচয় ?—
এ প্রণয় নয় অভিনয়, নয় অভিনয়।

চারু—সত্যি অভিনয় নয়; তোমার সেবা, তোমার যত্ন, তোমার রূপ, তোমার গান, আমাকে বেঁধে ফেলেছে রাধা। এ ছেড়ে—তোমাদের এই মন্দির ছেড়ে, আমার যেতে মন চায় না রাজকুমারী!

চাঁপা—নাই গেলেন রাজকুমার!

চারু—কিন্তু যদি তোমাকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাই চিরদিনের জন্য—যাবে?

চাঁপা—নেবেন সঙ্গে? সত্যি তোমার কাছে যদি থাকতে পারি, যদি—

চারু—ধর যদি আমি রাজকুমার না হই—

চাঁপা—নাই বা হ'লে রাজকুমার। তোমার ও মনে, তোমার ও হৃদয়ে—ওতে রাজকুমারের মুকুট পড়ান নেই, ওযে আমি পেয়েছি আমার জীবনের পথের ধারে, আমারই ঘরে, ভাল তো আমি তাকেই বেসেছি—

চারু—ভালবেসেছ, বেসেছো ভাল আমায় রাধে?

চাঁপা—না-না, সে কথা তো বলিনি—

চারু—রাজকুমারী, তুমি কাশীরাজার আদরিনী দুলালি, পথের ধারে কুড়িয়ে যাকে পেলে সে যদি রাজকুমার না হয়, রাজপুরীতে হাত ধ'রে নিয়ে না যায়, সে ব্যথা কি তুমি সইতে পারবে রাধা?

চাঁপা—না-না, আমি রাধা নই—আমি রাজকুমারী নই

চারু—আহা-হা, না হয় তুমি আমার মানসী, আমার—

চাঁপা—চলুন ঘরে চলুন, আপনার শোবার ব্যবস্থা করে দিই চলুন—

চারু—না, আজ পঞ্চমীর চাঁদ শুতে বারণ করছে—

চাঁপা—সে কি হয়—এখানে নিশীথ রাত্রে, নির্জনে! না ঘরে চলুন।

চারু—চলো— (উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য—বিষ্ণু মন্দির

[নিশুতি রাত্রে মন্দিরে কৃষ্ণের সাজে সজ্জিত গোপাল]

গোপাল—না, মহারাজ তো হুকুম করেই খালাস—। পরখ কর, সতী না অসতী! ওরে বাবা! কথায় বলে "স্ত্রীয়াশ্চরিত্রং"! আমাকে তো আজ ক'দিন ধরে কানা মাছি ভোঁ খেলাচ্ছে। হুম্! প্রতি রাত্রেই সে আমার বাঁশী শুনে—"মোর পানে চায়, মোর পানে ধায়, হায় হায় সে কি ভাব গো"!—আর দিনে ব্যস, একেবারে অচিন বঁধু কথা বল্‌তে গেলেই—কৌন হ্যায়?—উঃ, সে কি রাগ! না, গোপাল ভাঁড এতদিন তুমি ভাঁড় সেজে পাঁড় লোকদের ষাঁড় বানিয়েছে—আর আজ তুমিই কিনা হার মানছো হাবুডুবু খাচ্ছ ওর ছলায়-কলায়। নাঃ, আজ এর যা হোক একটা হেস্ত নেস্ত করতেই হবে—

"রাতে তুমি চুপি চুপি ভালবেসে যাও
(আর) দিনের বেলায় গোঁসাই সেজে সতীত্ব ফলাও!"

দাঁড়াও দাঁড়াও! আজ একবার সোজাসুজি জিজ্ঞাসা ক'রতেই হবে তার মতলব কি! বাঁশী তবে বাজ তো—

[গোপাল ধীরে ধীরে বাঁশী বাজায়। বাঁশীর সুরে আসে রাধা। ভাবোন্মাদিনী রূপ তার; বাঁশীর সুরে সে ধীরে ধীরে গোপালের পিছনে পিছনে বাহির হইয়া যায়। জয়ন্ত গোপনে তাহাকে অনুসরণ করে—কিন্তু সহসা ফিরিয়া আসিয়া মন্দিরের সোপানে বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে।]

ধীরে ধীরে রাত্রি প্রভাত হয়

[রাধা পবিত্র-ভঙ্গীতে পুষ্পচয়নান্তে ফুলরাশী লইয়া প্রবেশ করে, মুগ্ধ-দৃষ্টিতে জয়ন্তের দিকে তাকায় এবং ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ব্রজগোপী প্রবেশ করে—গলায় তার পদাবলী ; জয়ন্ত চমকিয়া ওঠে, রাধার সহিত চারিচক্ষুর মিলন হয়, রাধা ত্রস্তে পালায়—ব্রজগোপী গাহিতে থাকে—]

আজ্ রজনী হাম ভাগে পোহায়নু, পেখনু পিয়া মুখ চন্দা
জীবন যৌবন সফল করি মাননু, দশদিশ ভেল নিরদ্বন্দা।
আজু মঝু গেহ গেহ করি মাননু, আজু মঝু দেহ ভেল দেহা—
আজু বিধি মোহে অনুকুল হোয়ল, টুটল সবহু সন্দেহা—

জয়ন্ত—আশ্চর্য্য এই কিশোরী ! ও কে ? কাকে চায় ? কেন অমন ক'রে ?

ব্রজ—জানবার জন্য মনটা কেমন খচ্‌খচ্‌ করছে, না ?

জয়ন্ত—হ্যাঁ, দিনে ওর চোখে যে আলো দেখি, রাত্রে তার রং বদলে যায়—দিনে যে ভাব, যে তন্ময়তা—

ব্রজ—যে প্রেম, যে অনুরাগ—

জয়ন্ত—রাতে তা যেন কোথায় চলে যায়—এ কি রহস্যময়ী নারী, জানিনা। আজ ছয়দিন হল আমি ওকে চিনতে পারলাম না।

ব্রজ—পুরুষ নারীকে ছয় জন্মেও চিনতে পারেনা, যদি একের মন আর এক মনের কাছে ধরা না দেয়—

জয়ন্ত—না না, সত্যি বৈষ্ণবী, ওর কি উদ্দেশ্য, কেন ও প্রতি রাত্রে বাইরে যায় ?—দেখি বাঁশী বাজে—মনে হয় যেন কোনো লোক—

ব্রজ—লোক ?

জয়ন্ত—হ্যাঁ, একটু স্থূলকায়, একটু—

ব্রজ—হুঃ, একটু বয়স হয়েছে—কেষ্টোর পোষাক পরা, না ?

জয়—হ্যাঁ, যেন ওকে টেনে নিয়ে যায়—

ব্রজ—কোথায় ?

জয়—জানিনা, জানার তো আমার অধিকার নেই। অপর এক নারী, কার সঙ্গে কোথায় গেল—তা জানবার আমার কি অধিকার ?

ব্রজ—অধিকার আছে পথিক, পথের পরিচয়ে যাকে তুমি পেলে, সে তো আর আজ পথের ধুলোয় পড়ে নেই। তাকে তো তোমার নিজেরই অজ্ঞাতে কোন ফাঁকে, পথের ধুলো থেকে তুলে, মনের সিংহাসনে বসিয়ে দিয়েছ। অধিকার আছে—

জয়—না না সে অসম্ভব, আমি অন্যকে বিবাহ করতে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ—তবে জানিনা সে কি, সে কেমন।

ব্রজ—যাকে জেনেছ তাকেই তুলে নাও; ধুলো যদি গায়ে লেগে থাকে ঝেড়ে ফেলো। আমার ঠাকুর বলে—"পাপীরে দানিব কোল, পাপে ঘৃণা করি,

চণ্ডালেরে আলিঙ্গিয়, অহল্যা উদ্ধারি"—

জয়—কিন্তু সে যদি আমাকে না চায়—

ব্রজ—চাইবে গো চাইবে, মন যে কখন কাকে চায় তা কেউ বলতে পারেনা; তবে ঐ বাঁশী আর বুড়ো—আচ্ছা আমি দেখবো যদি সেই বিটলে হয়—

(রাধা ফুলের সাজি হাতে প্রবেশ করে)

এই যে এসেছো রাধা—

জয়—রাধা—রাধা কে ?

ব্রজ—কেন ? "শ্রীকৃষ্ণের সেবা করে রাই বিনোদিনী,

আমি জানি সেই মেয়ে তব আদরিনী"।

বল্ না রাধা, চুপ করে রইলি যে—

রাধা—যাও, মন্দিরে ও কথা বলতে নেই—

ব্রজ—বেশ বলছনা, কিন্তু তাকা তো ঐ দিকে—দেখ তো ওর মধ্যে তোর ঠাকুরের ছায়া ফুটে ওঠে কি না; বল, বল আমায়—

রাধা—ওঠে, ওঠে ভাই! তাই তো সেদিন যে বেশে তুমি আমায় সাজিয়ে দিলে, তা আমি তুলে রেখেছি ওর জন্য। যেদিন ওকে পাব—

জয়ন্ত—কাকে, আমাকে? কিন্তু আমি যে রাজকুমারের বয়স্য, সখা—

রাধা—যদি ভৃত্য হও, তাতেই বা কি প্রভু! মেয়েমানুষ যখন সব কিছু এক জনার হাতে তুলে দেয়, তখন একটী পরিচয়ই শুধু তার কাছে জলজল করে জেগে ওঠে। সে পরিচয়—সে তার স্বামী, প্রভু, দেবতা—

জয়ন্ত—(হাত ধরিয়া) না না—সখা? সচীব ও সাথী

ব্রজ—(গীত) রাই মিলিল কানু সঙ্গে

অনঙ্গ রঙ্গে রঙ্গ করে, রতি রাগ সুরঞ্জিত অঙ্গে।

(সকলের মুখেই প্রসন্ন হাস্য)

তৃতীয় দৃশ্য—কুঞ্জ-পথ

[গভীর রাত্রে গোপন পথে—একা সর্ব্বাণী সতর্ক অন্বেষণের দৃষ্টি লইয়া প্রবেশ করে মনে-সন্দেহ, ভয় ও সঙ্কা]

সর্ব্বা—নাঃ, গলায় দড়ি দিয়ে মরতে ইচ্ছে হয়! স্ত্রী হয়ে স্বামীকে পরখ করতে ছুটে এসেছি বন বাদাড়ে! একি কম পাপ? জন্মজন্মান্তরে কত যে নরক ভোগ হবে! কিন্তু পারিনা। আমার স্বামী আর একজনকে বাসবে ভালো, আর একজনকে পেয়ে আমাকে ভুল্‌বে! না না, এ আমি ভাব্‌তেও পারিনা।

(ব্রজগোপীর প্রবেশ)

ব্রজ—কে গো, বৌঠান ?

সর্ব্বা—কে ? (চমকিয়া ওঠে)

ব্রজ—হাঃ হাঃ, ভয় পেলে বুঝি ? তা রাত বিরেতে একা একা ঘরের বউ তায় আবার স্ত্রীলোক—

সর্ব্বা—আর তুই বুঝি মদ্দপুরুষ ? তোর বুঝি দোষ হয় না ?

ব্রজ—এই যে কণ্ঠী ! এ আমাদের সব কলঙ্ক ধুয়ে দেয়। তা কি ব্যাপার, দাদাকে ধরতে নাকি ?

সর্ব্বা—না এসে কি করি বল্ ? এ সুসংবাদ পেয়ে কি আর ঘরে থাকা যায় ?

ব্রজ—তোমাকে তো আগেই জানান দিয়ে এসেছিলাম ঠাকরুণ কর্ত্তাটীকে বাঁধো।

সর্ব্বা ছাই বাঁধবো। বাঁধবো কি দিয়ে শুনি ? এখন কি ছাই সে বয়স আছে ?

ব্রজ—কর্ত্তাটী ও তো আর তোমার বিশবছরের যুবো পুরুষ নন। ও যেমন দেবা, তেমনই দেবী ও কিছু আটকাবে না। কিন্তু কিছু ক'রলেই না—বুড়ো বুড়ির আঁচল ছেড়ে ছুঁড়ির অাঁচল ধ'রলো।

সর্ব্বা—সত্যি ?

ব্রজ—নয়তো কি মিথ্যে বল্ছি ? দেখতে চাও ? দেখবে ?

সর্ব্বা হ্যাঁ, দেখাতে পারবি ?

ব্রজ—নিশ্চয়। কিন্তু বক্‌শিষ—

(সর্ব্বাণী নিজের গলায় হার খুলিয়া ব্রজগোপীকে দিতে দিতে)

সর্ব্বা—বক্‌শিষ ? এই নে, এই নে আমার হার ! ঐ অলপ্পেয়ে মিনসে প্রেম দেখিয়েছিলো—দূর হোক এ জঞ্জাল ! বল কোথায় দেখবো কখন ?—

ব্রজ—এইখানে দেখবে, আজই রাত্রে। তাদের মিলনবাসর ঐ কুঞ্জে—

সর্ব্বা—উঃ, একথা আমি ভাবতেও পারিনা ব্রজ। আজ ত্রিশ বছরের

ওপরে তার সঙ্গে ঘর করছি! হাসি, ঠাট্টা, রসিকতা সব করে, কিন্তু সে যেন তেল আর জল, গায় কাদা তার কখনো লাগেনি।

ব্রজ—আহা হা, তাই তো মহারাজ তাকে এত ভালোবাসতেন; বলতেন, "গোপাল আমার নিষ্কাম, গায়ে ওর কোন দাগ নেই"। কিন্তু এখন যা শুনছি! হুম্‌, এর শেষ করবো, হাতে নাতে যদি একবার ধরতে পারি, তবে রাধা ছুড়ির লীলা খেলা আমি দেখাব!

সর্ব্বা—তাই তাই কর ব্রজ, যে ভাবে পারিস্‌!

ব্রজ—শোনো, তুমি একটু আড়ালে ওদিক পানে লুকিয়ে থাকো, তারপর যেমনই আমি ইসারা করবো, বাস্‌ ছুটে আসবে। আর আমি যদি দেখি ওসব কিছু নয়, কোন ইসারাই আমি করবো না, তুমিও এসো না। শুধু শুধু কর্ত্তার মনে একটা চোট দেওয়া তো ঠিক নয়। যাও—

[সর্ব্বাণীর প্রস্থান এবং ব্রজগোপীর অলক্ষ্যে আজু গোঁসাইর প্রবেশ]

আজু—এঁ্যা তুমি! গভীর রাতে—উপবনে কোন নাগরের অভিসারে?

ব্রজ—গোপনে যে অভিসার করে, তার নাগরের খবর চাও কোন অধিকারে?

আজু—এই কণ্ঠীর অধিকারে—

ব্রজ—ইস! ছোট দুটি কণ্ঠী, তুলসী না কোন গাছের ফসল, তার হবে এত জোর যে নারীর মন বাঁধতে চাও?

আজু—বাঁধতে তো চাই না। যে মন বাঁধা পড়েছে আমার কণ্ঠীর শক্ত বাঁধনে, তাকে টানতে চাই—

ব্রজ—টানতে গেলে ওটুকু কণ্ঠী যার দাম কানাকড়িও নয় ওতে কুলবে না—

আজু—ও! তার জন্যে বুঝি চাই শক্ত দড়ি না কাছি!

ব্রজ—না গো, না! চাই বহুমূল্য মুক্তার হার, এই নাও—(গলার হার দিয়া) এবার বেঁধে টান দিও—

আজু—ও! হীরা মুক্তো না হলে বুঝি মন বাঁধে না—

ব্রজ—না গোঁসাই, হীরে পেয়েছি তোমার প্রাণে, মুক্তা পেয়েছি তোমার চোখে। এই শক্ত মালা বুকে বিঁধছে যে—তাই তোমার গলায় দিলাম।

আজু—বুকে টানলেই যে এ মালা আবার তোমার বুকে বিঁধবে—

ব্রজ—না গো, না! ও কঠিন মালা তখন বুকে জ্বালা দেবেনা, তোমার স্পর্শে তা মধুর হয়ে উঠবে—

আজু—তবে দেখি (হাত ধরিয়া টানিতে গেল)

ব্রজ—আঃ কি কর গোঁসাই, পথের মাঝে—

আজু—পথে যে বেড়িয়েছে তার আবার সরম কেন ?—

"রতি সুখ সারে বরমভিসারে"

ব্রজ—অভিসারে আসিনি গোঁসাই, এসেছি অভিসারের নাগর ধরতে—

আজু—মানে ?

ব্রজ—তোমার গোপাল আসবেন কুঞ্জে, তার রাইকে নিয়ে রাস করতে—

আজু—এঁ্যা, তা তুমিও কি যোড়শ রাধার এক রাধা ?

ব্রজ—এ গোঁসাইকে পেয়ে সে পথ বন্ধ হয়ে গেছে : এখনই গোপাল আসবে,—আরে আসবে কি —ঐ যে কর্ত্তা আসছেন ! যাও যাও—

(আজুর প্রস্থান ও গোপালের প্রবেশ)

ব্রজ—একি দাদা—এত রাতে, এ পথে ?

গোপাল—আমি—মানে আমি—তো পুরুষ, তুমি কেন এ পথে ?

ব্রজ—তোমায় একটা খবর দিতে।

গোপাল—কি খবর ? সব ভাল তো ?

ব্রজ—উহুঁ ! শোন আজ রাত্রে এখানে আসবেন বৌঠান—

গোপাল—কে বৌঠান ? সে কে ?

ব্রজ—আরে শ্রীমতী সর্ব্বাণী দেবী, তোমার হৃদয় রঞ্জিনী—

গোপাল—এই সেরেছে, সে কেন আসবে ?

ব্রজ—বলতে পারি না দাদা, লুকিয়ে দেখেছি নিজের চোখে—আমার গোঁসাই আর বৌঠান---　　　　(কান্নার অভিনয়)

গোপাল—এঁ্যা ! আজু আর সর্ব্বাণী ? তুই দেখেছিস ?

ব্রজ—আঃ, চট কেন ? তাই ধরতেই তো এসেছি, কিন্তু তুমি ?

গোপাল—আমি ? মানে কাল মহারাজার পূজার পঞ্চ-পল্লব লাগবে, তাই—

ব্রজ—হুঁ ! কিন্তু আমি যে দেখে এলাম কুঞ্জতলে মন্দিরের রাধা—

গোপাল—এঁ্যা ! এসেছে ? আজ আগেই এসেছে ? বাঁশীর ডাক না শুনলে তো সে আসে না ! তা-তা আমি যাই, কিন্তু যদি সর্ব্বাণী আসে তবে—।

ব্রজ—তাই তো আমিও ভাবি তবে, তবে শোন দাদা আমি এখানে থাকি যদি দেখি সর্ব্বাণী বৌঠান ওদিকে পালাচ্ছে ছুটে, গিয়ে খবর দেবো—

গোপাল—তারপর খবর পেয়ে কি করবো ? ধরা পড়বো যে !

ব্রজ—ও ! তবে নাকি তুমি পঞ্চ-পল্লব নিতে এসেছ দাদা ?

গোপাল—ঐ হ'লো ! চাপা দেনা তবে, এখন কি হবে—

ব্রজ—সে আমি করতে পারি যদি আমার কথা শোনো—

গোপাল—শুনবো, নিশ্চয় শুনবো। তোকে আমি কত ভালবাসি, ছোট বোনের মত। আর আজু আমার এমন সর্ব্বনাশ করলো ! আচ্ছা দেখে নেবো, তবে আমি যাই—তুই থাকবি তো এখানে, করবি তো ব্যবস্থা ? তোর হাত ধরে তোর পায়ে—।

[গোপাল ব্রজগোপীর পায়ে ধরিতে গেল। ব্রজগোপী বাধা দিয়া বলিল]

ব্রজ—আঃ, তুমি যাও যাও, রাধা একা বসে আছে ; না থাকে বাঁশী বাজিও, আমি কথা দিচ্ছি তোমাকে ঠিক বাঁচাব।　　　　(গোপালের প্রস্থান) হুঁ, রাধা মেয়েটাও তো কম নয়। যা ভেবেছি তবে তো তাই—ঐ যে সর্ব্বাণী ঠাকরুণ।—না দাদা বেচারাকে বাঁচাতেই হবে, যাই— (প্রস্থান)

[গোপনে সর্ব্বাণীর প্রবেশ ও অপর পার্শ্ব হইতে আজুর প্রবেশ]

আজু—ধন্য হে অনঙ্গদেব, তোমায় কোটী কোটী প্রণাম !

[সাড়ী পরিহিত গোপাল আসে—দেখে একই স্থানে আজু ও সর্ব্বাণী; সর্ব্বাণী গোপনে চলিয়া যায়—গোপাল অবগুণ্ঠনের মধ্যেই ইসারায় আজুর গলার মালা দেখায় ও "হুম্‌" "হুম্‌" করিয়া প্রশ্ন করে]

আজু—কে বাবা তুমি শাকচুন্নী না অভিসারের রাধারাণী? এ মালা আমার প্রেমিকার দেওয়া মালা, এর ওপর নজর কেন? যাও সরে পড়!

গোপাল—(ঘোমটা খুলিয়া) তাই তো! সরে পড়ি, তোমার প্রেমিকার মালা—!

আজু—তুমি? গোপাল?

গোপাল—হেঁ গোসাঁই। তোমার কীর্ত্তি আমি আগেই জেনেছি—সর্ব্বাণীর সঙ্গে প্রেম আর তারই দেওয়া এই হার! অথচ আমি—আমি তাকে কত ভালবেসে রাজার দেওয়া এ উপহার দিয়েছিলাম! আর আজ তা তোমার গলায়!

আজু—সে কি? সর্ব্বাণী ঠাকরুণের সঙ্গে আমার—মানে?

গোপাল—মানে প্রেমলীলা—ঐ তো ও দিক পানে আড়ালে গেল না এখুনই? এর একটা হেস্ত নেস্ত না করে গোপাল ছাড়বে না! চল, চল—

আজু—বেশ তো চল! যে যাকে ভালবাসে সেই তাকে দেয়—

গোপাল—ভালবাসার না কিছু বলেছে! চল, চল (উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য—মিলন-কুঞ্জ

[বৃক্ষমূলে ভাবাবেশে রাধা—কৃষ্ণবেশী ব্রজ গান গায়]

ষোড়শ যুগলে চলে রাসকেলি,
রাই তুমি, কানু, আমি এসো রতি খেলি;
রাই কানুর এই মিলন হোলো—
সব ভেদাভেদ দূরে গেল, রাই কানুর এই মিলন হোলো;
লজ্জা সরম মান অভিমান সব বিসরিয়া গেলি।

[সর্ব্বাণীর প্রবেশ]

সর্ব্বাণী—এই, এই যে রাইয়ের সঙ্গে রাসলীলা হচ্ছে! তবে রে আমার রাই—
তবেরে (নিকটস্থ হইয়া) ওমা! একি! এ যে ব্রজগোপী!

রাধা—ব্রজগোপী—ব্রজরাই—শ্যামসুন্দর—
(সুরে) সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম
'(আমার) কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মম প্রাণ ॥
শোনাও ব্রজগোপী—ব্রজগোপী! তোদের মাঝে তার সেই রাস নৃত্য—
(সুরে) সে যে চির আরাধনা—সে চির কামনা শ্যাম অপরূপ রূপে—
রাই সনে সই নাচিয়া নাচিয়া,—বিহারিবে চুপে চুপে।

সর্ব্বাণী—কি বলিস? তুই রাই, আর এ কৃষ্ণ!—ওরে এযে ব্রজগোপী—

রাধা—(সুরে) ও তার কত রূপে, কত লীলা—
লীলার ছলে ঐ লীলাময়, নিতুই কত করেন খেলা—

সর্ব্বাণী—কিন্তু তোর লজ্জা করে না রাধা?

রাধা—(সুরে) লাজ সরম ভয় সকলই বিসরি' সখি—
পেয়েছিনু লাজ-হরণে—
বাস হরিয়া নিল, লাজ হরিয়া নিল,
সকলই হরিয়া নিল চরণে—

সর্ব্বাণী—না আমার যে সব ভুল হয়ে যায়—

রাধা—(সুরে) ভুলে যাও—যাও ভুলে
ভুবন ভরা আমার তোমার সব কথা আজ যাও ভুলে
(তোমার) সব কিছু আজ দাও বিসরজন
তবেই কানু নেবেন তুলে—যাও ভুলে ॥

সর্ব্বাণী—সব ভুলে যাবো—তবেই তাঁকে পাবো!

(নেপথ্যে—"পাবে বইকি ঠাকরুণ" বলিতে বলিতে আজুকে টানিতে টানিতে গোপালের প্রবেশ)

গোপাল—পাবে বইকি ঠাক্‌রুণ, পাবে বইকি—যাকে চাও তাকে নিয়ে এসেছি ! এই যে তোমার নাগর—আর আর তুমি, তুমি—

ব্রজ—আমি গো দাদা—

গোপাল—ও তুমি ! (সর্ব্বাণীর প্রতি) আর তুমি ? তুমি বুঝি এসেছ ঐ আজুর সঙ্গে রাস করতে ?—

সর্ব্বাণী—ছিঃ ছিঃ, কি যে বলে মিনষে। কেমন আনন্দের স্বপ্ন দেখছিলাম, আর এই হাড়হাবাতে মিনষে এসে—

গোপাল—সব ফাঁস করে দিল, না ? নাগরকে টেনে এনে বামাল চুরি ধ'রে দিলাম। এই যে মুক্তার হার—প্রেম-হার ঝুলিয়েছ আজুর গলায়—

সর্ব্বাণী—কি ঘেন্না—বুড়ো বয়সে ভিমরতি—

গোপাল—ভিমরতি আমার না তোমার ?

সর্ব্বাণী—তোমার—তোমার গো বুড়ো—রাধার সঙ্গে রাসলীলা—কুঞ্জ বিহার—

গোপাল—আমি ? রাধা—রাধা—বল—বল, আমি তোমার কে ?

রাধা—(গীত-ছন্দে প্রতি পুরুষের উদ্দেশ্যে করে আত্মনিবেদন)

তুমি কানু—তুমি কানু—তুমি কানু মোর,
সকল পুরুষে কানু-রূপে মন চোর।
সে যে লুকায়ে থাকে,
কানুর বেশে হেসে হেসে—সব পুরুষে লুকায় থাকে,
সর্ব্ব জীবে সর্ব্ব রূপে—আমার কিশোর।

(ভাবোন্মাদনায় ধীরে ধীরে সংজ্ঞাহীনা হইয়া যায়)

পঞ্চম দৃশ্য—রাজবাড়ীর দালান

(সসব্যস্তে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ও রামানন্দের প্রবেশ)

কৃষ্ণ—সর্ব্বনাশ হ'ল, সর্ব্বনাশ হ'ল—আমার সমস্ত আয়োজন, সকল সাধ আজ ধুলোয় মিলিয়ে গেল। মা মহামায়া, একি করলি মা? তুই সতী শিরোমণি আজও আমায় জানতে দিলিনা, ঐ কাঞ্চী-কুমারী সতী না অসতী? গোপাল আজও উত্তর দিল না, অথচ ঐ প্রশ্নের উত্তর যে আমাকে দিতেই হবে—নইলে যে মায়ের পায়ে অঞ্জলি দেবার অধিকারী হবো না—

(ভারতচন্দ্রের প্রবেশ)

ভারত—মহারাজ, মন্দিরে পুরোহিত অপেক্ষা করছেন, পূজার আয়োজন—

কৃষ্ণ—হ'বেনা, হ'বেনা রায়গুণাকর—পূজা হ'বেনা; গোপালই আমার এই সর্ব্বনাশ করলো--! (নেপথ্যে রামপ্রসাদের গান)

কৃষ্ণ—ঐ—ঐ যে সাধক যায়, তাঁকে—তাঁকে ডাকো তো—ডাকো তো রামানন্দ ঠাকুর— (রামানন্দের প্রস্থান)

মা জগদম্বা! আমার পরীক্ষার শেষ কর্ মা। সতী শিরোমণি—ব'লে দে—ব'লে দে মা—তোর অংশেই তো সকল নারীর সৃষ্টি! জানতে দে মা—ঐ কন্যা সতী না অসতী?

(রামপ্রসাদের প্রবেশ)

রাম—মহারাজ, প্রণাম।

কৃষ্ণ—সাধক, সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল সাধক—

রাম সর্ব্বনাশ? যার ঘরে মা অমন রূপে হেসে ওঠেন, তাঁর সর্ব্বনাশ! দেখে এলাম মহারাজ পূজামণ্ডপে স্থাপিত সেই দেবী মূর্ত্তি।

কৃষ্ণনগরের শিল্পীর হাতে আপনার সে স্বপ্নের রূপ, জগদ্ধাত্রী রূপে জেগে উঠেছেন।

কৃষ্ণ—কিন্তু সেই কুমারী মূর্ত্তি? তুমি যে বলেছিলে কুমারী মূর্ত্তিতে মা আমার আবার আস্‌বেন।

রাম—আসবেন,—আস্‌বেন রাজা, সন্তানের কামনা মা কি না মিটিয়ে থাকৃতে পারেন?

কৃষ্ণ—কিন্তু কই সে এলো? যে এলো, তাঁরও সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক মহা সমস্যা, আজও তার সমাধান হোলো না। আমি উত্তর পেলামনা।

(গোপাল, আজু ও ব্রজগোপীর প্রবেশ)

গোপাল—পেয়েছি, পেয়েছি, মহারাজ; উত্তর আমি পেয়েছি—মহাপুরুষের সেই প্রশ্নের উত্তর আমি পেয়েছি।

কৃষ্ণ—পেয়েছ? বল বল গোপাল, আমার সমস্যার শেষ কর, বল ঐ কাঞ্চীরাজ কন্যা—

গোপাল—সতী শিরোমণি। আমি দেখেছি তার সেই রূপ।—প্রতি রাত্রে অভিসারে—

কৃষ্ণ—অভিসারে?

গোপাল—হ্যাঁ! সে এক অপূর্ব্ব অভিসার!

আজু—আমরাও দেখেছি মহারাজ। কৃষ্ণ প্রেমে উন্মাদিনীর সে অভিসার। রাত্রে সমস্ত জগত যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন ঐ পাথরের ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে ভক্তিমতী রাধা, নিজ ভক্তিতে তন্ময় হ'য়ে পড়ে, তাঁর সমস্ত সত্বাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্য লীলা।

ব্রজ—নিজেকে সে ভুলে যায়, রাজকন্যা রাধা তখন ঘুমিয়ে পড়ে, আর তারই দেহে জেগে ওঠে—শ্রীকৃষ্ণের আদরিণী রাধা—

আজু—ভাগ্য গুণে সে রূপ আমরা দেখেছি মহারাজ। সে তখন

"সকল পুরুষে চিন্তে কৃষ্ণের সমান
উন্মাদিনী রাধা মুখে, শুধু কৃষ্ণনাম।"

মায়ের আমার সে কী অপরূপ মূর্ত্তি।

রাম—মহারাজ, এমন সতী ঘরে আপনার,—কন্যা রূপে বিচার-প্রার্থিনী! মা আমার রাধা ভাবে, প্রতি পুরুষের মাঝে খোঁজে তার ইষ্টকে!

ব্রজ—আর দিনে সে যখন আবার রাজকন্যা হ'য়ে জেগে ওঠে, সে তখন লজ্জাবতী কুমারী, শুধু নিজের প্রিয়তমকেই ভালবাসে—তার হাতেই নিজেকে তুলে দিতে চায়।

রাম—চমৎকার! অপূর্ব্ব! মহারাজ, এবার তাঁকে তুলে দিন তাঁর ভাবী পতির হাতে, তারপর সেই যুগলের পূজা ক'রে, দম্পতি ব্রত সমাপন করুন, মা প্রসন্না হবেন,—আপনার পূজা আরম্ভ হবে।

কৃষ্ণ—তাই হোক সাধক। রায় গুণাকর পূজার আয়োজন কর—

(সাধকের প্রবেশ)

সাধক—কিন্তু তার পূর্ব্বে আমার প্রশ্নের উত্তর মহারাজ।

কৃষ্ণ—উত্তর? উত্তর আমি দেবো মহাত্মন! উত্তর আমি দেবো। ওই রাধা আমার সতী—সতী শিরোমণি—

সাধক—নিঃসংশয়ে বলছ মহারাজ, সে সতী শিরোমণি? সে তবে রাজকুমার জয়ন্তের যোগ্যা পাত্রী?

কৃষ্ণ—নিশ্চয়! নিশ্চয়!

সাধক—বেশ! তবে এবার পূজা আরম্ভ কর রাজা, আর তার আগে তোমার বাক্ সিদ্ধ কর,—রাধাকে জয়ন্তের হাতে অর্পণ করে।

কৃষ্ণ—যথা আদেশ মহাত্মন! আসুন সকলে মণ্ডপে যাই। (সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য—পূজা মণ্ডপ

[পূজা মণ্ডপে প্রতিষ্ঠিত জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি সম্মুখে পুরোহিত বসিয়া আছেন। পূজার সম্পূর্ণ আয়োজন প্রস্তুত; বাদ্যকর, বৈষ্ণব, বৈষ্ণবী ও বহু নরনারী সমবেত; সকলের কণ্ঠে ধ্বনি —"জয় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জয়"]

কৃষ্ণ—মায়ের পূজা আরম্ভ করুন পুরোহিত, পূজা আরম্ভ করুন। আমার রাধা মা কই—রাধা? ব্রজগোপী, একগাছা মালা! এই যে রাধা—

(সম্মুখে রাধা আগাইয়া আসে)

জয়ন্ত ও চারুদত্ত—(একত্রে সবিস্ময়ে) রাধা!

কৃষ্ণ—এস মা! (রাধার হাতে মালা দিয়া) আজ মহানবমী, সম্মুখে ঐ জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি, - উর্দ্ধে ঐ বিষ্ণু ভগবান, পার্শ্বে সাধক রামপ্রসাদ,— সম্মুখে মহাপুরুষ। বল মা,—স্বয়ং-বৃতা তুমি—কাকে তুমি বরণ করতে চাও—

(রাধা মালা লইয়া সলজ্জভাবে জয়ন্তের দিকে অগ্রসর হয়)

কৃষ্ণ—একি করছো মা? তুমি যে রাজকুমার জয়ন্তের বাগদত্তা—

রাধা—মহারাজ, নারী যখন তার বরমাল্য তুলে ধরে, তখন কোন পরিচয়, কোন জাতি, কোন সমাজ, কোন শপথই তার পথ রোধ ক'রতে পারে না. আমার এ মাল্যের অধিকারী—

চারু—রাজকুমার জয়ন্ত—

কৃষ্ণ—রাজকুমার জয়ন্ত— ?

সাধক—হ্যাঁ মহারাজ, ইনিই রাজকুমার জয়ন্ত।

রাধা ও জয়ন্ত—গুরুদেব!

কৃষ্ণ—তবে ইনি?

চারু—চারুদত্ত, কুমার জয়ন্তের বয়স্য। শুনুন মহারাজ, ইনিই কুমার

জয়ন্ত। তাঁর ভাবী পত্নী ঐ রাধা সতী না অসতী, এ পরীক্ষার জন্যই আমরা আমাদের সত্য পরিচয় গোপন করেছিলাম।

গোপাল—বাঃ বাঃ, ওহে বয়স্য ঠাকুর, কে বলে বাবা যে তোমরা বুদ্ধিতে একটু খাটো! তবে আমি রাজবয়স্য কিনা, তাই আমার বুদ্ধি আরও একটু খাটো—সেই খাটো বুদ্ধিতেই, ঐ পাত্রী দু'টী আমি আগে ভাগেই বদল ক'রে রেখেছি! এখন দেখ্‌ছি যুগল মিলনে দুই রাধা! তবে এ যুগল মিলন আরও একটু মধুর ক'রে তুলুন মহারাজ!

ব্রজ—চাঁপা, এই নে, তুইও এক গাছা মালা নে! (চাঁপার হাতে মালা দিল)

কৃষ্ণ—সুন্দর! সুন্দর! দাও মা তোমরা আপন আপন স্বামীর গলায় বরমাল্য দাও—

[রাধা জয়ন্তের গলায়, এবং চাঁপা চারুদত্তের গলায় মাল্য দান করে]

আজু—আজ গোপালের জন্যই এ আনন্দ সম্ভব হ'ল মহারাজ!

গোপাল—তবু তো গোঁসাই, আমি ভাঁড় হ'য়েই রইলাম।

আজু—(সুরে) গোপালরে, বলি শোনো—

গোপাল ভাঁড়ের ভাঁড়ামীতে—

হাসবে সবাই মুচকি হাসি,

ভঙ্গ হলেও বঙ্গ দেশে

(বলবে) গোপাল ভাঁড়কে ভালবাসি।

(বলবে) ভাঁড়কে আমরা ভালবাসি।

রাম—(সুরে) "ভালবাসি কালো শ্যামা, কালো শ্যামে ভালবাসি

শ্যামার হাতে মরণ অসি, শ্যামের হাতে মিলন বাঁশী।"

মহারাজ পূজা আরম্ভ করুন।—পূজা আরম্ভ করুন, আমি মাকে ডাকি। যাঁর কৃপায় আজ সব সুসম্পূর্ণ হল। মা—মা।

ওরে তোরাও মাকে ডাক্, মাকে ডাক—

[সকলে সমবেত কণ্ঠে গান]

সকলে—দশভুজা হলেন এবার চতুর্ভুজা দেবী,
রাজার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ধন্য চরণ সেবি ।
গোপাল—(ওরে) রাজার ঘরে এল এবার রাজেন্দ্র নন্দিনী,
ভিখারী শিব তার ঘরণী জগত জননী,
রাম—অন্নপূর্ণা অন্ন দিল, শ্মশানে তা থৈ নাচিল,
আর সিংহ চড়ে লড়াই ক'রে -হলেন জগদ্ধাত্রী—
সকলে—তারে নমো নমঃ, নমো নমঃ, নমো নমঃ ।
সাধক প্রসাদ সাথে রাজার সনে
মায়ের চরণ সেবি ।

[সঙ্গীত শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে—ঢাক ঢোল বাজিয়া ওঠে—আরতির ধূপদীপাচ্ছন্ন পরিবেশে ভক্ত-কণ্ঠ-ধ্বনিত মাতৃ আবাহনের মধ্যে অপরূপা দেবদাসীর পবিত্র আরতি নৃত্য চলিতে থাকে । নবদম্পতির সলাজ অনুরাগে, গোপাল-আজুব মিলনে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সাধন-সিদ্ধির আনন্দে মঞ্চ পরিপূর্ণ হইয়া ওঠে]

—যবনিকা—